

অপরিচিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন ▶ ১ কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছু দিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্য তাড়া।

(রা.বো., কৃ.বো., চ.বো., ব.বো. ২০১৮। প্রশ্ন নম্বর-১)

- ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী? ১
- খ. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে"— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম— বিনু।

খ প্রমোক্ত উক্তিটিতে ব্যঙ্গার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে।

দেবী দুর্গার দুই পুত্র— অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দেবী দুর্গার কোলে দেব সেনাপতি কার্তিকেয় অপূর্ব শোভা পায়। বড় হয়েও অনুপম কার্তিকের মতো মায়ের কাছাকাছি থেকে মাতৃআজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে। তাই পরিণত বয়সেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্য গল্পের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় ও ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলে থাকা শিশুমাত্র। এজন্যই ব্যঙ্গ করে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ যৌতুকের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন; যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে মামা অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিনে মেয়ের বাড়ি থেকে দেয়া যৌতুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা স্বীন মানসিকতার পরিচয় দেন। গয়নাগুলো আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিয়েবাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝেও যৌতুকলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স বেশি হলেও যৌতুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলে তিনি এ বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেন। উদ্দীপকের বরের বাবার যৌতুকলোভী মানসিকতার এ দিকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু অনুপমের মামা যেমন গয়না পরীক্ষা করার জন্য সেকরাকে সাথে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসেন তেমন বিষয় উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে দেখা যায় না। এছাড়া অনুপমের মামা মেয়ের বাবাকে যেভাবে অপমান করেছে সে বিষয়টিও উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে অনুপস্থিত। সুতরাং বলতে পারি, যৌতুককে কেন্দ্র করে উভয় ঘটনা আবর্তিত হলেও উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক অসজ্ঞাতির দিকটি ফুটে উঠলেও যৌতুকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের দিকটি অনুপস্থিত।

আলোচ্য গল্পে অনুপমের মামা চরিত্রের মাধ্যমে যৌতুকের মতো ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অনুপমের মামা কন্যার বাবার দেওয়া গয়না যাচাই করার জন্য বিয়ে বাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এতে কন্যার বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন এবং কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। কল্যাণীও বাবার এ মতকে সমর্থন করে।

উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে বিয়ে প্রসঙ্গে মেয়ের বাবার চেয়ে বরের বাবার তাড়া বেশি দেখা যায়। কেননা মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায় যৌতুকের টাকার পরিমাণও বেশি। উদ্দীপকে উল্লেখিত বরের বাবার এ অর্থলোভী মানসিকতা 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সঙ্গে মিলে যায়।

'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য গল্পে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে বাবা ও মেয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। এছাড়া গল্পের প্রতিটি বিষয় নাটকীয় আবহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। অতএব বলতে পারি, যৌতুক প্রথার সঙ্গে মিল থাকলেও উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রমোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার পাঠ শেষ করতে করতেই আমার বোনের অনেক বয়স হয়ে যায়। তিন তিনবার তার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাবার পর কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ি। একদিন তাকে ডেকে বলি, 'সানজিদা, কাল বাসায় একটি নতুন বরপক্ষ তোকে দেখতে আসবে।' শুনে ওর চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে, বলে, 'তুই শুধু শুধু বাস্তব হচ্ছিস তপন, প্রতিবন্দীদের নিয়ে আমার যা কাজ তা জীবনভর শেষ হবার নয়।'

(রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২: কল্পবাজার সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. কাকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে? ১
- খ. অনুপমের বিবাহ যাত্রার বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্য কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপমকে 'মাকাল ফল' বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

খ অনুপম মহাসমারোহের সাথে বিয়ে করতে গিয়েছিল।

ধনী ঘরের ছেলে অনুপম। তাই তার বিয়েতে ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। ব্যান্ড, বাঁশি, কন্সট কোনো কিছুই কমতি ছিলো না। দামি পোশাক ও বাহারি গয়নাতে জড়ানো ছিল অনুপমের শরীর। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ভাবী স্বশুরের সঙ্গে আভিজাত্যের মোকাবিলা করতে বিয়ের আসরে যাচ্ছে।

গ. উদ্দীপকের সানজিদার সঙ্গে কল্যাণীর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য এবং যৌতুকের কাছে মাথা নত না করার ঘটনায় বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ করা যায়।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী চরিত্রটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সমাজে গেড়ে বসা যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ধ্বনিত হয়েছে এ চরিত্রের মাধ্যমে। পিতার কথায় অনুপমকে বিয়ে না করে সে পিতার যৌক্তিক সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। এছাড়া সমাজের অবহেলিত নারীদের শিক্ষাদানের মহান দায়িত্বে সে নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছে। সর্বোপরি সেবাব্রত ও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে কল্যাণী এক অসাধারণ নারী চরিত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

উদ্দীপকের সানজিদা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে বার বার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পরও দুঃখে কাতর হয়নি। বিয়েই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয় তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও এমনই মানব সৈবার কাছে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না। এবুপ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই তাদের দুজনকে এক করে দিয়েছে। কিন্তু কল্যাণী বরপক্ষকে বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের কাছে এমনকি যৌতুকের কাছে মাথা নত করেনি। তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে প্রতিবাদী দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। এসবের বিচারে উদ্দীপকের সানজিদার সাথে তার কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্য আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পেই প্রথম যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথা তুলে ধরেছেন লেখক। অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে বর্ণিত হয়েছে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক নারীর কাহিনি। ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে সানজিদা পুরুষশাসিত সমাজে বিবৃপ মনোভাবের শিকার। কিন্তু সে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে হতাশ হয়ে পড়েনি। মানবসেবায় সে নিজেকে ব্যস্ত করে রেখেছে। বিয়ে না হওয়া একজন নারীর জীবন দুঃখের হলেও সানজিদা এটিকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে না। এর মধ্য দিয়ে তার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

'অপরিচিতা' গল্পে উদ্দীপকের বক্তব্য ফুটে উঠলেও সেই সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদের সুর। গল্পের কল্যাণী চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে নারী জাগরণের বিষয়টি উঠে এসেছে। সমসাময়িক যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গল্পে উঠে আসলেও উদ্দীপকে তার আভাস নেই। সে যুগে কন্যাপক্ষ কর্তৃক বিয়ে ভেঙে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু পিতা শম্ভুনাথ ও কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে সেটা সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবল নারী সত্তার জাগরণের কথাই উঠে এসেছে। এসব বিচারে উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের মূল বক্তব্যের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি।

প্রশ্ন ৩. প্রায় এক বছর হলো বাজিতপুর নিবাসী কেরামত আলীর ছোট মেয়ে বিজলীর সাথে মনোহরপুর গ্রামের হোসেন মিয়ার একমাত্র ছেলে হাশিমের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই হাশিমের পরিবার বিজলীর উপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করেছে। বিজলীর অপরাধ— বিয়ের সময় তার বাবা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যৌতুকের সমস্ত টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। তাই বিজলীকে নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে এ নির্যাতন।

[ক. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. 'কস্ট' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. অনুপমের মামার মন কীভাবে নরম হলো?

২

গ. উদ্দীপকের বিজলীর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো।

৩

ঘ. যদি অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হতো, তার পরিণতিও কি উদ্দীপকের বিজলীর মতো হতো? তোমার মতামত দাও।

৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'কস্ট' শব্দের অর্থ নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।

খ. 'অপরিচিতা' গল্পের হরিশ অনুপমের মামার কাছে কল্যাণী ও তার পরিবারের প্রশংসা করার ফলে মামার মন নরম হলে।

বিয়ের পাত্রেী তথা কল্যাণীর পারিবারিক অবস্থা, বংশমর্যাদার ব্যাপারে অনুপমের মামাকে বিশদ বর্ণনা দেয় হরিশ। সেসব কথা শুনে তিনি আশ্বস্ত হলেও কল্যাণীর বয়স বেশি মনে করে বিয়ে নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও হন। কিন্তু হরিশের ছিল নিজের সরস কথা দ্বারা মানুষের মনকে প্রভাবিত করার বিশেষ গুণ। তাই তো পরবর্তীতে তার কাছ থেকে পাত্রীর নির্ভরযোগ্য প্রশংসা বাক্য শুনে মামার মন নরম হয়েছিল।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মাঝে দৃঢ়চেতা ও সাহসী মনোভাব লক্ষ করা যায়।

আলোচ্য গল্পের কল্যাণী বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী একজন নারী। একই সঙ্গে তার পিতা শম্ভুনাথ সেনও দৃঢ়চেতা ও সচেতন মানুষ। পিতা-কন্যা উভয়ের মাঝেই আত্মসম্মানবোধ প্রবল ছিল। তাই তো কল্যাণী বিয়ে ভাঙার পর নারী শিক্ষায় ব্রতী হয়েছিল।

উদ্দীপকের বিজলীর সঙ্গে হাশিমের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই হাশিমের পরিবার যৌতুকের কারণে বিজলীর ওপর নির্যাতন শুরু করে। বিজলী নীরবে এ নির্যাতন সহ্য করতে থাকে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর হবু স্বশ্রবণাভির মানুষেরাও ছিল যৌতুকলোভী ও নীচ মনের অধিকারী। এছাড়াও বরের ব্যক্তিত্বহীনতা উপলব্ধি করতে পেরে কল্যাণীর পিতা এ বিয়ে ভেঙে দেন। আত্মসম্মানে বলীয়ান কল্যাণীও পিতার সিদ্ধান্তে হিমত করেনি। বরের পরিবারের মানসিকতার দিক দিয়ে বিজলী ও কল্যাণীর মাঝে সাদৃশ্য ফুটে উঠলেও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বিজলীর সঙ্গে কল্যাণীর বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছে।

ঘ. অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের পর তার পরিস্থিতি উদ্দীপকের বিজলীর মতো হলেও কল্যাণী ওই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসত বলে আমি মনে করি।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী আত্মসম্মানে বলীয়ান এক নারী। তার সঙ্গে ঘটা অন্যায়কে প্রতিহত করার দৃঢ়তা তার রয়েছে। বিয়ের দিনে তার পিতা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর সে দেশসেবায় নিয়োজিত হয়েছে। পুনরায় বিয়ে করে নিজেকে মাতৃ-আজ্ঞা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি।

উদ্দীপকের বিজলীর সঙ্গে হাশিমের বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই তার পরিবার বিজলীর ওপর অত্যাচার করতে থাকে। অত্যাচারের কারণ হলো যৌতুকের টাকা পরিশোধ না করা। এ অত্যাচার বিজলী নীরবে সহ্য করতে থাকে। অন্যদিকে আলোচ্য গল্পের কল্যাণীর হবু বরের পরিবারও ছিল যৌতুকলোভী। এ কারণে কল্যাণীর পিতা দৃঢ়তার সাথে বিয়ের সম্বন্ধটি ভেঙে দিয়েছিল। অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে যদি হয়ে যেত, নিঃসন্দেহে সেও বিজলীর ন্যায় নির্যাতনের শিকার হতো। কেননা অনুপমের পরিবারও ছিল যৌতুকলোভী ও নীচ মনের অধিকারী। কিন্তু কল্যাণী ছিল দৃঢ়চেতা প্রতিবাদী নারী। সে অনুপমের পরিবারের নিপীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা অবশ্যই করত।

কল্যাণীর মাঝে ফুটে ওঠা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এটাই নিশ্চিত করে, সে বিজলীর ন্যায় নীরবে অত্যাচার সহ্য করত না। আত্মসম্মানের শক্তি নিয়ে একসময় সে ওই অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বুকে দাঁড়াতই। তাই বলা যায়, অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হলে তার পরিণতি বিজলীর পরিণতির দিকে মোড় নিলেও তা থেকে নিজেকে মুক্ত করত কল্যাণী।

প্রশ্ন ৮ 'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভ্রত বা অভ্রত কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঙ্কিত উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।'

[সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো? ১
- খ. অনুপমের মামা সেকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের কন্যার বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের স্বভাবশর প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র—কথাটির যথার্থতা বিচার করে। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদাদাকে পাঠানো হয়েছিল।

খ. অনুপমের মামা যৌতুকলোভী ও হীন মানসিকতার মানুষ হওয়ায় বিয়ের গয়না পরীক্ষা করতে সেকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল।

কল্যাণীর বিয়েতে তার বাবা শম্ভুনাথ সেন নগদ পণের সঙ্গে গয়না দিতে চান। অনুপমের মামা শম্ভুনাথ সেনের কথায় আশ্বাশীল ছিলেন না। কন্যাপক্ষ যে গয়না দেবে তা আসল না নকল সেটি পরীক্ষা করার জন্য অনুপমের মামা বিয়ে বাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে এনেছিল। সেকরা সমস্ত গয়নার খাটিত্ব প্রমাণ করেন।

গ. উদ্দীপকে কন্যার বিয়ের প্রতি তার বাবার উদাসীনতার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি ঘুতসই ঘর খুঁজছিলেন। অর্থাৎ যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে এমন জায়গাতেই মামা অনুপমকে বিয়ে দিতে চান। এজন্য অনুপমের বিয়ের জন্য মামার মাঝে 'কোনো' প্রকার তাড়াহুড়ো পরিলক্ষিত হয় না।

উদ্দীপকে কন্যার বাবার মাঝে কন্যার বিয়ের প্রতি কোনেপ্রকার তাড়াহুড়ো দেখা যায় না। কন্যার বয়স অবৈধ রকমে বেড়ে গেলেও তিনি কন্যার বিয়ে সম্পর্কে ছিলেন নির্বিকার। এতে কন্যার বাবার মাঝে কন্যার বিয়ের বিষয়ে উদাসীন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কন্যার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়ায় পাত্রের বাবা যেখানে বিয়ের জন্য তাড়াহুড়ো করছেন সেখানে কন্যার বাবা ছিলেন স্বাভাবিক। আর সন্তানের বিয়ের বিষয়ে কন্যার বাবার এই মানসিকতা তাকে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যময় করে তুলেছে।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক অসজ্ঞাতির দিকটি ফুটে উঠলেও যৌতুকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধের দিকটি অনুপস্থিত।

আলোচ্য গল্পে অনুপমের মামা চরিত্রের মাধ্যমে যৌতুকের মতো ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অনুপমের মামা কন্যার বাবার দেওয়া গয়না যাচাই করার জন্য বিয়ে বাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এতে কন্যার বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন এবং কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। কল্যাণীও বাবার এ মতকে সমর্থন করে।

উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে বিয়ে প্রসঙ্গে মেয়ের বাবার চেয়ে বরের বাবার তাড়া বেশি দেখা যায়। কেননা মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায় যৌতুকের টাকার পরিমাণও বেশি। উদ্দীপকে উল্লেখিত বরের বাবার এ অর্থলোভী মানসিকতা 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সঙ্গে মিলে যায়।

'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য গল্পে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে বাবা ও মেয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। এছাড়া গল্পের প্রতিটি বিষয় নাটকীয় আবহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। অতএব বলতে পারি, যৌতুক প্রথার সঙ্গে মিল থাকলেও উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের স্বভাবশরই প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশ্নোত্তর উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৯ নিঝুম আর অহনা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, কিন্তু নিঝুমের পরিবার সেটা মেনে নেয় না। কারণ, নিঝুম শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান। অপরদিকে, অহনার পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। নিঝুম পরিবারের সম্মতিতে অন্যত্র বিয়ে করে এবং একসময় অহনাকে ভুলে যায়। অহনার দিন কাটে কষ্টের সমুদ্রে। কারণ, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো মরে না।

[সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করেছে? ১
- খ. 'আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই'—বাক্যটির তাৎপর্য কী? ২
- গ. উদ্দীপকের নিঝুমের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের কী বৈসাদৃশ্য রয়েছে লেখো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম-কল্যাণীর জীবনের বিপরীত প্রতিচ্ছবি"—মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিবাহ ভাঙার পর থেকে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষা ব্রত গ্রহণ করেছে।

খ. প্রশ্লোক্ত বাক্যটিতে অনুপমের ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার কথা বলা হয়েছে। অনুপমের বিবাহের জন্যে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে তার পিসতুতো ভাই বিনুকে পাঠানো হলো। সে ফিরে এসে কন্যার প্রশংসা করে। বিনু খুবই বুচিশীল মানুষ, সে অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করে। সে যখন বলে খাটি সোনা, তখন অনুপমের বুকে বাকি থাকে না যে তার জন্যে যে পাত্রী পছন্দ করা হয়েছে সে অনন্যা গুণসম্পন্ন নারী। তার ভাগ্যে বিবাহের দেবতা প্রজাপতি ও প্রেমের দেবতা মদনের শূভদৃষ্টি পড়েছে। উভয় দেবতার মধ্যে কোনো রকম আশীর্বাদের বিরোধ নেই।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মাঝে স্বাথহীন ভালোবাসার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা তাকে উদ্দীপকের নিঝুমের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ করেছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কারণে না দেখা মানসপ্রতিমা কল্যাণীকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে পারে না। কল্যাণীকে সে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। প্রথম জীবনে পৌরুষের ঘাটতি তার চরিত্রে থাকলেও পরবর্তীতে মা ও মাতুলের বাধা উপেক্ষা করে কল্যাণীর পাশে থেকে তার জীবনের ভুল ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সচেষ্ট হয়েছে।

উদ্দীপকের নিঝুম পরিবারের বাধায় তার ভালোবাসার মানুষকে বিয়ে করেনি। তার ভালোবাসার মানুষকে ভুলে যায়। নিঝুমের অহনার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। প্রেম মানুষের হৃদয়বৃত্তির এক মহত্তম উপাদান। প্রেমশূন্য মানুষ হৃদয়হীন। অথবা স্বার্থের দিক বিবেচনা করে যেসব মানুষ ভালোবাসার মানুষকে উপেক্ষা করে তারা অমানবিক। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম হৃদয়বান প্রেমিক পুরুষ আর উদ্দীপকের নিঝুম তার থেকে ভিন্ন চরিত্রের মানুষ।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম কল্যাণীর জীবনের মাঝে গভীর ভালোবাসা না থাকলেও কল্যাণীর প্রতি অনুপমের শ্রদ্ধাবোধ লক্ষ করা যায়।

সমাজে বসবাসরত নর-নারীর ভেতরে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। ওই সম্পর্ককে সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া মানুষের মানবিক দায়িত্ব, তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। উদ্দীপকে ভালোবাসার সম্পর্কের অবমাননা করা হয়েছে আর 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর প্রতি অনুপমের প্রগাঢ় ভালোবাসার অকপট স্বীকৃতি বর্ণিত হয়েছে। উদ্দীপকে নিঝুম ও অহনা পরস্পরকে ভালোবাসলেও আর্থিক ও সামাজিক কারণে নিঝুমের পরিবার বধু হিসাবে অহনাকে ঘরে তোলেনি। নিঝুম পরিবারের মতে অন্যত্র বিয়ে করে অহনার ভালোবাসাকে অবহেলা করেছে। আর অহনার ভালোবাসা নিঝুমের প্রতি নিখাদ হওয়ায় সে কষ্টের সমুদ্রে ভাসতে থাকে। আর 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম-কল্যাণীর জীবনচিত্র ভিন্ন মাত্রিকতা লাভে ধন্য হতে দেখা যায়।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম-কল্যাণীর যৌতুকের কারণে সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটেছে। কনের সাথে প্রথমে অনুপমের পরিচয় বা দেখা না হলেও ওই অপরিচিতা মানুষকে অনুপম হৃদয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। তাকে না দেখার বা না পাওয়ার বেদনা অনুপমের জীবনে ভীষণ পরিবর্তন এনেছে। এক পর্যায়ে কানপুরের পথে কল্যাণীর সাথে অনুপমের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তারপর কল্যাণীর সেবাব্রত মূগ্ধ হয়ে সে কল্যাণীর পাশে অবস্থান নিয়েছে। অনুপম কল্যাণীর মনে ভালোবাসার আসন লাভ করেছে। অথচ উদ্দীপকে নিঝুমের অহনার প্রতি বিরূপ আচরণ সত্যিই দুঃখজনক যা 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম-কল্যাণীর জীবনের বিপরীত চিত্র ধারণ করেছে। তাই প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ৬ কারো ঘর ভাঙে ঝড়ে

কারো সংসার পুড়ে যায় যৌতুকের আগুনে।

কেউ করে হয় হয়, বাপ-মা কাঁদে

মেয়েকে বিয়ে দিতে হয়-পড়ে যৌতুকের ফাঁদে।

করবে না বিয়ে সোনালি নিজেকে করে পণ্য

এটা তার পণ সোনালি জীবনের জন্য। /ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১/

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল? ১

খ. 'কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি'—
বক্তার এমন অনুভূতির কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের 'সোনালি' 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে
ইঙ্গিত করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং 'অপরিচিতা' গল্পের
সামাজিক পটভূমি সাদৃশ্যযুক্ত"— যুক্তিসহ মন্তব্যটি যাচাই
করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যাকে এয়ারিং দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়েছিল।

খ. প্রশ্নোত্তর উক্তিটি দ্বারা অনুপম কল্যাণীর কাছাকাছি থাকা বলতে হৃদয়ে
জায়গা পাওয়ার কথা বুঝিয়েছে।

কানপুরে পৌঁছে কল্যাণীর পরিচয় জানতে পেরে অনুপমের হৃদয় আবারো
কল্যাণীর চিত্রায় আচ্ছন্ন হয়। সে কল্যাণীকে বিয়ে করতে চাইলেও কল্যাণী
রাজি হয় না। কল্যাণীর কাছাকাছি থাকার জন্য সে কানপুরেই বসবাস
করতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই সে কল্যাণীর কাজে সাহায্য করে আর
মনে করে হয়তো এভাবেই সে কল্যাণীর হৃদয়ে স্থান পেয়েছে।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চেতা এক নারী চরিত্র
হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা উদ্দীপকের সোনালির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
আলোচ্য গল্পের কল্যাণী আত্মমর্যাদায় বলীয়ান একজন নারী। সামাজিক
রীতিনীতির চেয়ে আত্মসম্মানই তার কাছে বড়। আর তাই তো বাবার কথায়
লগ্নপ্রস্তু হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে সে এগিয়ে গেছে সামনের
দিকে। নিজেকে নিয়োজিত করেছে মাতৃ-আজ্ঞা তথা দেশসেবায়।

উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার কারণে সংসার ভাঙার কথা বলা হয়েছে।
একইসাথে যৌতুকের কাছে কন্যার পিতামাতার অসহায়ত্বের দিকটিও
স্পষ্ট। কিন্তু সোনালি নামের মেয়েটি নিজেকে যৌতুক প্রথার কাছে সমর্পণ
করবে না। জীবনকে সুন্দরভাবে সামনে এগিয়ে নিতে সে যৌতুক প্রথার
বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এদিকে আলোচ্য গল্পের কল্যাণীও তাই।
অনুপমের মামার যৌতুকলোভী আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল সে।
যৌতুক প্রথা সংশ্লিষ্ট তিস্ত অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্তীতে সে বিয়ে না করার
সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশসেবায় মগ্ন হয়েছিল।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পের কাহিনি মূলত যৌতুক প্রথা ও এর বিরুদ্ধে গৃহীত
পদক্ষেপকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

'অপরিচিতা' গল্পে যৌতুক প্রথার ঘৃণা রূপটি ফুটে উঠেছে। এ প্রথা নারীকে
পণ্য ও বিয়ে ব্যাপারটিকে বেচা-কেনার সম্পর্কে পরিণত করেছে।
যৌতুকের লোভ যে মানুষের মানসিকতাকে কতটা হীন করে দিতে পারে
তার প্রমাণ হলো অনুপমের মামার আচরণ।

উদ্দীপকে যৌতুকের কারণে সংসার ভাঙার কথা বলা হয়েছে। কন্যার বাবা-
মায়েরা মেয়ের সুখ-চিন্তা করে বরপক্ষের যৌতুকের দাবি মেনে নেয়।
'অপরিচিতা' গল্পেও যৌতুকের এই দিকটি স্পষ্ট। অনুপমের মামা কন্যার
গহনা যাচাই করার জন্য সেকরা সাথে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর এই আচরণ
তাঁর যৌতুকলোভী মানসিকতাকে সবার সামনে উন্মুক্ত করেছে। অনুপমের
মামার কাছেও কল্যাণী পণ্যের মতো ছিল আর তাই তো তার মাঝে ছিল
দামে ঠেকে না যাওয়ার নির্লজ্জ মানসিকতা। তাঁর আচরণের কারণে অনুপম
কল্যাণীর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়। এমনভাবে ভেঙে যায় অনেক বৈবাহিক
সম্পর্কও যার কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে।

উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্পের সামাজিক কাঠামোর সাদৃশ্য এখানেই যে,
উভয়ক্ষেত্রেই সম্পর্কের গুরুত্বের চেয়ে যৌতুক প্রথার প্রভাব বেশি। উদ্দীপকে
নিহিত সামাজিক কাঠামো ও আলোচ্য গল্পের সামাজিক কাঠামো একই।
উভয়ক্ষেত্রেই অমানবিক যৌতুক প্রথার প্রভাব বিদ্যমান। তাই বলা যায় যে,
প্রশ্নোত্তর উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ ভাত্তার অপূর্ব রংপুর বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন
একটি স্কুল বাসে একজন শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ছড়া-গান শেখাতে শেখাতে
নিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষিকাকে তার চেনা চেনা মনে হলো। তার সঙ্গেই কি
অপূর্বের বিয়ে হবার কথা ছিল? অপূর্বের কৌতূহল আর কোলাহলের মধ্যেই
বাসটি চলে গেল। শিক্ষিকাকে দেখে মনে হলো স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী।
ভাত্তার অপূর্বের মনে পড়ল সেই বিখ্যাত গানের কলি: আমার বলার কিছু
ছিল না,। /ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-১/

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে? ১

খ. "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই"—
উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ভাত্তার অপূর্ব এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যদিও থেকে
সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষিকার মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর
চরিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে
তুমি মনে করো কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে ব্যাক্যার্থে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই বলা
হয়েছে।

ক। অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাকে অনুপমের মামা ঠাট্টা মনে করলে শম্ভুনাথ সেন একথা বলেছিলেন।

অনুপমের মামা বিয়ের আগেই সেকরা দিয়ে কনের গায়ের গয়না যাচাই করে দেখতে চান তা আসল কি না। এ কারণে শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন। গয়না যাচাইয়ের ব্যাপারে পাত্রের নির্লিপ্ততা দেখে তিনি এমন ব্যক্তিত্বহীন ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাই তিনি পাত্রপক্ষকে যথাযথ আপ্যায়নের পর গাড়ি ভেকে বিদায় দিতে চাইলে অনুপমের মামা এ বিষয়টি ঠাট্টা মনে করেন। এর জবাবে তিনি বলেন — ‘ঠাট্টার সম্বন্ধকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।’

গ। গল্পে কল্যাণীর প্রতি অনুপমের গভীর আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; যা তাকে ও উদ্দীপকের ডাক্তার অপূর্বকে সাদৃশ্য এনে দিয়েছে।

‘অপরিচিতা’ গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়। কল্যাণীকে না দেখেই তার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় অনুপমের মনে। অনুপমের মামা বিয়ের আসরে সেকরা দিয়ে কনের গয়না পরীক্ষা করে দেখেন। এ কারণে অপমানিত হয়ে কল্যাণীর বাবা অনুপমের সাথে মেয়ে বিয়ে না দিয়েই বরযাত্রী বিদায় করেন। বিয়ে ভেঙে গেলেও অনুপম কল্যাণীকে ভুলতে পারেনি। অন্যদিকে, কল্যাণী মেয়েদের উন্নয়নে সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত হয়। মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার পথে ট্রেনে কল্যাণীকে দেখে অনুপমের তাকে স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী বলে মনে হয়। উদ্দীপকের ডাক্তার অপূর্ব বাসন্টপেজে একটি স্কুলবাস দেখেন। সেই বাসের একজন শিক্ষিকাকে তার চেনা মনে হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, এমন একজনের সাথেই তার বিয়ের কথা হয়েছিল। অপূর্বের কৌতূহলী মনকে বেশি কিছু ভাবার সুযোগ না দিয়েই বাসটি চলে যায়। কিন্তু বাসের ওই শিক্ষিকাকে তার স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী বলে মনে হয় যা গল্পের অনুপমের ভাবনার অনুরূপ। গল্পের কল্যাণীর প্রতি অনুপমের যে আকর্ষণ লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের ডাক্তার অপূর্বের মাঝেও তা লক্ষণীয়। আর এই অনুরূপ মনোভাব প্রকাশের দিকটিই তাদের দুইজনকে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছে।

ঘ। ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীর চরিত্রে বেশ কিছু উন্নত মানবিক প্রবণতা প্রতিফলিত হয়েছে; যেগুলোর সমগ্রতা উদ্দীপকের শিক্ষিকার মাঝে দেখা যায় না।

‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণী দৃঢ়চেতা মনোভাবাপন্ন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন নারী। বিয়ের আসরে বিয়ে ভেঙে গেলেও সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েনি। নিজেকে সে দেশের কল্যাণে, নারীদের উন্নয়নে সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত করে। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার বিরূপ পরিবেশে কল্যাণী সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

উদ্দীপকে আমরা ডাক্তার অপূর্বের স্কুলবাসে হঠাৎ দেখা এক শিক্ষিকার সাথে পরিচিত হই। তাকে ঘিরে অপূর্বের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিকার প্রতি অপূর্বের আকর্ষণ সৃষ্টির পাশাপাশি উদ্দীপকের সেই শিক্ষিকার স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ‘অপরিচিতা’ গল্পে কল্যাণীকে আমরা উদার, পরোপকারী, স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে দেখতে পাই। সে তার বাবা ও নিজের সম্মান বজায় রাখতে অনুপমকে বিয়ে করেনি। অনুপম দ্বিতীয়বার পাণিপ্রার্থী হলে তার বাবা মেনে নেন কিন্তু নারীশিক্ষা বিকাশে দেশের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কল্যাণী তা প্রত্যাখ্যান করে।

উদ্দীপকে ডাক্তার অপূর্বের সাথে স্কুল শিক্ষিকার বিয়ে হওয়ার কথা থাকলেও সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা নেই। সেই শিক্ষিকার পরিচয়ও উদ্দীপকে আলোচনা করা হয়নি। অপরদিকে গল্পে কল্যাণী চরিত্রকে দেশসেবায় নিয়োজিত হওয়া এবং তাতেই সংকল্পবদ্ধ থাকার মাধ্যমে পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মনে করি, উদ্দীপকের শিক্ষিকার মধ্যে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীর চরিত্রিক প্রবণতাসমূহ আংশিক প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৮। ‘কন্যার পিতা রামসুন্দর আমাদের রায় বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “শুভ কার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।” রায় বাহাদুর বললেন, “টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।” এই দুইটিনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল।.....

ইতোমধ্যে একটি সুবিধা হইল। বর সহসা তার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাবাকে বলিয়া বসিল, “কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।” /সে. বো. ১৬। ৩য় নম্বর-১/

- ক. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল? ১
- খ. ‘অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের বরের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপম চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের ঘটনাটি ‘অপরিচিতা’ গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসংগতির দিকটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।” — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক। বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

খ। সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপম তার মা ও মাতুলের আজ্ঞাবহ থেকে নিজের ব্যক্তিবোধের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

‘অপরিচিতা’ গল্পে অনুপম উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও ব্যক্তিত্বহীন, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজও মনে হয়, যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশু। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সে দিতে পারে না। এমনকি তার মামার অপমানের কারণে ও তার ব্যক্তিত্বহীনতায় কন্যার পিতা বিয়ের আসর থেকে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদিও গল্পের শেষ দিকে অনুপমের চরিত্র ক্রমশ ইতিবাচক হয়ে উঠেছে কিন্তু শুরুরেই তার চরিত্র সম্পর্কে পাঠকমনে এক নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়ে গেছে।

উদ্দীপকের বর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক পুরুষ। তার পিতা যখন যৌতুকের সমগ্র টাকা না পেলে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেন, তখন সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত স্বাধীন কণ্ঠে জানায়। পিতার অবাধ্য হয়ে সে কেনাবেচা দরদামের কথা ভেবে বিয়ে করবে না বলে জানায়। পরিবারতন্ত্রের বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাই উদ্দীপকের বরকে গল্পের অনুপম থেকে ভিন্ন করে তুলেছে।

ঘ। ‘অপরিচিতা’ গল্পে সামাজিক অভিশাপ হিসেবে চিহ্নিত যৌতুক প্রথার মন্দ দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘অপরিচিতা’ গল্পে যৌতুক প্রথার সামাজিক অসংগতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে। সমগ্র ঘটনার কেন্দ্রে আছে এই সামাজিক অসংগতি। অনুপমের মামা বিয়ের আগে কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করা নিয়ে যে নীচতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতেই সমাজের যৌতুক প্রথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার অসংগতি বর্ণিত হয়েছে। বিয়ের দিনে সমগ্র টাকা না পেলে ছেলেকে বিয়ের আসরে বসতে না দেওয়ার হুমকি দেন রায় বাহাদুর। যদিও কন্যার পিতা রায় বাহাদুরের কাছে অনুরোধ করেন, ‘শুভ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেলে ধীরে ধীরে তিনি বাকি টাকাটা শোধ করে দিবেন’ কিন্তু যৌতুক প্রথার কুপ্রভাবের ফলস্বরূপ রায় বাহাদুর তা মানেননি। ‘অপরিচিতা’ গল্পেও বিশেষত অনুপমের মামার আচরণে এ বিষয়টি উজ্জ্বল পেয়েছে।

উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্প উভয়ক্ষেত্রেই যৌতুক প্রথার নির্মমতা উন্মোচিত হয়েছে। ‘অপরিচিতা’ গল্পে অনুপমের নিস্পৃহ মনোভাব তার মামার যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ির দিকটিকে প্রশ্ন দেয়। তেমনি উদ্দীপকেও রায় বাহাদুরের যৌতুকলোভী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রলোভিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৯ এমএ পাস রফিক বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় বলে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে নয়। কিন্তু পিতৃহীন রফিক চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। পরসম্পদলোভী চাচার আদেশে তাকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়। নিজের মতামত প্রকাশের মানসিক দৃঢ়তা না থাকার কারণে বিয়ে বাড়িতে যৌতুকের মালামাল নিয়ে লোভী চাচার প্রশ্নের কারণে বিয়ে ভেঙে যায়। রফিকও চাচার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিয়ে বাড়ী থেকে অসহায়ের মত চলে আসে।

[রা. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? ১
- খ. 'কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করবেন আমি সংপাত্র'— কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রফিক চরিত্রের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. দৃঢ়তার অভাবে রফিক নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে চাচার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে— 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে এ সিদ্ধান্তের সাথে তুমি কি একমত? ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

খ 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমকে মাতৃ-আজ্ঞাবহ, নিরীহ এক চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে— এখানে সে বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট না থাকায় অনুপম স্বভাবতই একজন ভালো মানুষ। এমএ পাস অনুপম মায়ের আদেশ যথাযথভাবে পালন করে। এমনকি সে তামাক পর্যন্ত খায় না। আমাদের সমাজে বিয়ের প্রসঙ্গে সংপাত্র সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করা হয়, এ সকল বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই অনুপমের বিশ্বাস— কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করবেন সে সংপাত্র।

গ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম এবং উদ্দীপকের রফিকের চরিত্রকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম শিক্ষিত কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন এবং পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায়। নিজের বিয়ের সময়ে সে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই। মামা যৌতুকের দাবি করলেও সে তার বিরোধিতা করেনি। এমনকি বিবাহের পূর্বে কন্যার শরীর থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করার যে প্রস্তাব মামা দেন তাতেও কোনো বিরোধিতা করতে পারেনি। পরিস্থিতি বিবেচনায় কন্যার পিতা শম্ভুনাথ সেন অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ দিতে অসম্মতি জানান। আর অনুপমকে নীরবে সে অপমান সহ্য করতে হয়। উদ্দীপকের রফিক চরিত্রেও এ দিকটি লক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের রফিক অনুপমের মতোই ব্যক্তিত্বহীন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ। কারণ পিতৃহীন রফিক চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না। পরসম্পদলোভী চাচার আদেশে তাকে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয়। যৌতুকের কারণে তারও বিয়ে ভেঙে যায়। রফিকের মতো অনুপমও নিজের মতামত প্রকাশে মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। মামাকে অনুসরণ করে বিয়ের আসর থেকে সেও রফিকের মতো অসহায়ভাবে চলে আসে।

ঘ 'অপরিচিতা' গল্পের মামা ও উদ্দীপকের চাচার অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার মাধ্যমে অনুপম ও রফিকের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম মানসিকভাবে দুর্বল একজন মানুষ। শিক্ষিত কিন্তু ব্যক্তিত্বরহিত অনুপম নিজের জীবন সম্পর্কে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ, এমনকি অর্থনৈতিকভাবেও সে স্বাবলম্বী নয়। তার এ পরাবলম্বনের দিকটি আলোচ্য উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের রফিক অনুপমের মতোই মানসিক দৃঢ়তাহীন। এজন্যই সে তার চাচার নির্দেশ পালনে বাধ্য হয়েছে। মূলত চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এমনকি অনুপমের মতো নিজের বিয়েতে সে যৌতুক গ্রহণেরও বিরোধিতা করেনি। তাছাড়া অনুপমের মতো রফিকও

চাচার সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে বিয়ের আসরে কিছু বলতে পারেনি। বিয়ে ভেঙে গেলে সে পুতুলের মতো অসহায়ভাবে বিয়ের সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বলা যায়, মানসিক দৃঢ়তার অভাবেই রফিকের এমন পরিণতি।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম ব্যক্তিত্বহীন, পরনির্ভরশীল একটি চরিত্র। নিজের বিষয়েও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো দৃঢ়তা তার নেই। তার মতে, মামাই পৃথিবীতে তার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট। মানসিক দৃঢ়তার অভাবে সে চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছে বিয়ের আসরে। কন্যার পিতা তার সঙ্গে নিজের কন্যাকে বিয়ে দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন। এতো কিছু সত্ত্বেও অনুপম স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। উদ্দীপকের রফিকও তেমনি মানসিক দৃঢ়তার অভাবে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে চাচার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। তাই 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ১০ অফিস থেকে ফেরার পথে রাশেদ বাসে দীর্ঘদিন পর দেখতে পেল রাবেয়াকে। মনে পড়ল রাবেয়ার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হওয়ার পর হঠাৎ রাশেদের বাবা মোটা অংকের যৌতুক দাবি করে বসে মেয়ের বাবার কাছে। উচ্চশিক্ষিত সুদর্শন পুত্রের জন্যে এটা নাকি তার ন্যায্য দাবি। রাবেয়ার বাবার যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি রাজি হলেন না যৌতুক দিতে। ক্ষোভে অপমানে তৎক্ষণাৎ ভেঙে দেন বিয়ে। ক্ষুব্ধ রাবেয়াও সমর্থন করে বাবাকে। বিয়ে ভেঙে গেলেও রাবেয়া থেমে থাকেনি। এক ব্যাংকারকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। চাকরি করছে একটা কলেজে।

[রা. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল? ১
- খ. "ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই"— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর সাদৃশ্য কোথায়? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের রাবেয়া 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে না"— স্বীকার করো কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনের পেশা ছিল ডাক্তারি।

খ মামার অভিভাবকত্বে বড় হওয়া অনুপম সমাজ-সংসারের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে সর্বদাই উদাসীন ছিল।

অনুপম এমএ পাস করলেও সংসার বা সমাজের প্রতি তাকে কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না। তার পিতার মৃত্যুর পর সংসারের অভিভাবকের দায়িত্ব তার মামাই পালন করেন। এমন দায়িত্ব-কর্তব্যহীন ভালো মানুষ হওয়া বেশ সহজ। কেননা যেখানে কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই সেখানে ভুল বা ঝঞ্ঝাটের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই গল্পে বলা হয়েছে, 'ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই'।

গ 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেনকে স্পষ্টভাষী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গল্পে শম্ভুনাথ সেন সমাজে গেড়ে বসা ঘৃণ্য যৌতুক প্রথাকে প্রতিরোধ করেছেন আপন বৈশিষ্ট্যে। কল্যাণীর বিয়ের গহনা নিয়ে অনুপমের মামা যে আচরণ করেছেন শম্ভুনাথ সেন তা মেনে নেননি। সবরকম লৌকিকতার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নিজের মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন।

উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবা যৌতুক প্রথা বিরোধী একজন দৃঢ় মানসিকতার মানুষ। যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যৌতুক দিতে রাজি হননি। রাশেদের বাবার যৌতুকের দাবি শুনে ক্ষোভে, অপমানে বিয়ে ভেঙে দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ রাবেয়াও সমর্থন করে তার বাবার সিদ্ধান্তকে। আলোচ্য 'অপরিচিতা' গল্পেও তেমনি এক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বরপক্ষের যৌতুক লালসার বিপরীতে শম্ভুনাথ সেন ও তাঁর কন্যা কল্যাণীর আত্মমর্যাদাবোধের জয় হয়। গল্পের শম্ভুনাথ সেন এবং উদ্দীপকের রাবেয়ার বাবা উভয়েই বরপক্ষের অসংযত যৌতুক লালসা ও কূপমণ্ডুক মানসিকতার বিপক্ষে। আর এ বিষয়টিই তাদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

৭ 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর নারী শিক্ষায় ব্রতী হয় যা রাবেয়ার মাঝে অনুপস্থিত।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী। পিতার সিদ্ধান্তে অনুপমের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেলে সে পিতার যৌক্তিক মতামতকে সম্মান জানিয়েছে। পরবর্তীতে মাতৃভূমি সেবার ব্রত গ্রহণ করেছে। আর তার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে মেয়েদের শিক্ষাদান করাকে। অর্থাৎ একইসঙ্গে সে হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমিক ও নারী জাগরণের পথপ্রদর্শক। গল্পের শেষে অনুপমের আচরণে শম্ভুনাথ বাবুর হৃদয় নরম হলেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে কল্যাণী।

উদ্দীপকের রাবেয়াও যৌতুকের বিরোধিতায় বাবার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। কিন্তু কল্যাণীর মতো দেশমাতৃকার সেবায় সে নিয়োজিত হতে পারেনি। রাশেদের সাথে বিয়ে ভেঙে গেলে সে এক ব্যাংকারকে বিয়ে করেছে; চাকরি নিয়েছে কলেজে। অর্থাৎ রাবেয়া পরিপূর্ণভাবে জীবনমুখী হয়ে উঠেছে। যদিও সে কল্যাণীর মতোই ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার বিরোধিতা করে তার পিতাকে সমর্থন করেছে।

'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকে অনায়াস আবদারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দিক থেকে রাবেয়া ও কল্যাণীর মিল আছে ঠিকই, কিন্তু দেশপ্রেম, সেবারত এবং নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে কল্যাণী ক্রমশ অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছে। রাবেয়ার চরিত্রে সেই অসাধারণত্ব নেই। বরং সে আর পাঁচটি নারীর মতোই সাংসারিক জীবনযাপনকে বেছে নিয়েছে। কল্যাণী চরিত্রের দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের দিকটি তার মধ্যে লক্ষিত হয় না। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের রাবেয়া 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারেনি।

প্রশ্ন ১১ মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিন্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্য, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীত, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বুঝে না।

(চ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-১)

- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন স্থানে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়? ১
- খ. কল্যাণীর 'মাতৃ-আজ্ঞা'র ধরন ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের তাৎপর্য অনুসারে অন্ধ মাতৃস্নেহের কবলে পড়ে যে রূপ চরিত্রধর্ম বিকশিত হওয়ার কথা তার অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে দেখা যায়।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থের মতো সীমাবদ্ধতাই অনুপম চরিত্রের একমাত্র দিক নয়, বৃত্তভাঙার আনন্দও তার আছে"— 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়ার শিলাইদহে বসবাসের সময়টি 'ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হয়।

খ. অনুপমের সাথে বিয়ে ভাঙার পর কল্যাণী নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে।

কানপুরে অনুপম কল্যাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কল্যাণী তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ তার মাতৃ-আজ্ঞা। বস্তুত এ মাতৃ-আজ্ঞা আর কিছু নয়, দেশমাতৃকার সেবা করা। আর এ সেবার পথ হলো মেয়েদের সুশিক্ষিত করে তোলা। মেয়েরা শিক্ষিত হলেই একটা সমাজ পরিপূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। কল্যাণীর মাতৃ-আজ্ঞার ধরন বলতে নারী শিক্ষার এই বিষয়টিকেই বোঝানো হয়েছে।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পে অন্ধ মাতৃস্নেহের বিরূপ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের ওপর তার মায়ের স্নেহ-প্রাবল্য লক্ষণীয়। অনুপমের ভাষায়, 'শিশুকালে কোলে কোলে মানুষ হওয়ার কারণেই শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি বয়সই হলো না।' বক্তব্যটিতে স্পষ্ট যে, অনুপমের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। মা ও মামার উপর নির্ভরশীলতার কারণে উচ্চশিক্ষিত হয়েও সে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকের সন্তানের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রবল মাতৃস্নেহের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মায়ের মমতার প্রাবল্যে অনেক সময় সন্তান স্বকীয়তা হারিয়ে আপন শক্তির মর্যাদা বুঝতে পারে না। দুর্বল অসহায় পাখির ছানার মতো মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পের অনুপমের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। অপরিণত ব্যক্তিত্ব, পরনির্ভরশীলতা অনুপমকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ করে তোলে। তাই মামার যৌতুক সম্পর্কিত অনায়াস সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। পরিণতিতে বিয়ে না করে অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয় তাকে। সেদিক বিবেচনায় 'উদ্দীপকের তাৎপর্য অনুসারে অন্ধ মাতৃস্নেহের কারণে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রধর্ম কমই বিকশিত হতে দেখা যায়।

ঘ. বিয়ে ভাঙার সময় প্রতিবাদ না করতে পারলেও মামার নির্দেশ ছাড়াই অনুপম কানপুরে বার বার ছুটে গেছে কল্যাণীকে বিয়ে করার আশায়।

ছোটবেলা থেকে মা-মামার অভিভাবকত্বে নির্ভরশীল জীবন কাটানোর ফলে অনুপমের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। এজন্যে যৌতুক নিয়ে মামার বাড়িবাড়িতে বিরোধিতা করার মতো সংসাহস সে দেখাতে পারেনি। এমনকি শম্ভুনাথ সেন বিয়েবাড়িতে অনুপমের কিছু বলার আছে কিনা জানতে চাইলেও সে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। ফলে বিয়ে ভেঙে যায় তার। মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে সন্তানের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠার এদিকটি উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে সন্তানের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব গড়ে না ওঠার বিষয়টি ফুটে উঠেছে। 'অপরিচিতা' গল্পের প্রথমদিকে অনুপমের ব্যক্তিত্ব উদ্দীপকের ভাবার্থের অনুরূপ। তবে শেষাংশে অনুপমের ব্যক্তিত্বহীন চরিত্রের সমাপ্তি ঘটে। সে সময়ে তার আচরণে পরাধীনতার বৃত্ত ভাঙার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। ট্রেনের ঘটনাবর্তের মধ্য দিয়ে যখন জানতে পারে সেই অপরিচিতা আর কেউ নয় স্বয়ং কল্যাণী— তখন সে ছুটে গিয়েছে কানপুরে। বস্তুত এ ঘটনায় অনুপম চরিত্রের অন্য একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে, যা ক্রমপরিবর্তনশীল।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তিত্বহীন মনে হলেও গল্পের শেষে তাকে স্বাধীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসেবে আবিষ্কার করি আমরা। পরনির্ভরতার বৃত্ত ভাঙতে সে মামাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। কিন্তু উদ্দীপকে অন্ধ স্নেহের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিত্বহীন ও দুর্বল চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়ার আখ্যান উদ্দীপকের চিত্রকল্পে নেই। সেদিক বিবেচনায় 'উদ্দীপকের ভাবার্থের মতো সীমাবদ্ধতাই অনুপম চরিত্রের একমাত্র দিক নয়, বৃত্ত ভাঙার আনন্দও আছে'— উক্তিটি সর্বাংশে সত্য।

প্রশ্ন ১২ 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সিদ্ধিকা। ব্যারিস্টার লতিফ আলমাসের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়। লতিফের চাচার ছিল সম্পদের লোভ কিন্তু সিদ্ধিকার বড় ভাই সোলেমান তার বোনকে সম্পত্তি লিখে দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। তাই চাচা লতিফ আলমাসকে অন্য এক বিত্তশালী বিধবার কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার পর সিদ্ধিকার সঙ্গে লতিফের যখন দেখা হয় তখন বিপত্তীক লতিফ সিদ্ধিকাকে পুনরায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সিদ্ধিকা সবকিছু জানার পর লতিফকে ক্ষমা করে কিন্তু সংসার করার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। কারণ ততদিনে সে নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত হয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে বদলে ফেলেছে।

(সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. অনুপমের পিতার পেশা কী ছিল? ১
খ. 'ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন'— বুঝিয়ে দাও। ২
গ. উদ্দীপকের চাচার সঙ্গে 'অপরচিতা' গল্পের কোন চরিত্রটি তুলনীয়?— আলোচনা করো। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'অপরচিতা' গল্পের মূল লক্ষ্য একই।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপমের পিতার পেশা ছিল ওকালতি।

খ কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ে ভেঙে দেওয়ার মাধ্যমে অনুপমের মামার প্রতি শত্ৰুনাথ সেনের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

বিয়ের পূর্বমুহূর্তে অনুপমের মামা কনের পরিহিত সকল গয়না পরখ করে দেখতে চান। তার এ অসংগত প্রস্তাব দৃঢ়চিত্ত শত্ৰুনাথ সেনের আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই কৌশলে বরযাত্রীদের খাইয়ে দিয়ে তাদের তিনি বিদায় জানান। এবুপ আচরণে অনুপমের মামা আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করলে তার প্রত্যুত্তরে শত্ৰুনাথ সেন প্রশ্লোক্ত মন্তব্যটি করেন। মূলত বিয়ের আগে গহনা নিয়ে মামার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের কারণেই শত্ৰুনাথ বিয়ে ভাঙার কথা বলেছেন।

গ উদ্দীপকের চাচার সঙ্গে 'অপরচিতা' গল্পের মামা চরিত্রটি তুলনীয়। 'অপরচিতা' গল্পে অনুপমের মামা অনুপমকে বিয়েতে যৌতুক দাবি করেন। কনে কল্যাণীর বাবাও তা দিতে স্বীকৃতি জানান। কিন্তু বিয়ের আগে কল্যাণীর গা থেকে গয়না খুলে অনুপমের মামা যখন তা সেকরা দিয়ে পরখ করান তখন বেকে বসেন শত্ৰুনাথ সেন। এতো বড় অপমান মেনে নিতে পারেননি তিনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আত্মমর্যাদাবোধের দিকটি বিবেচনায় বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দেন অনুপমকে।

উদ্দীপকের চাচা চরিত্রে যৌতুকপ্রত্যাশী ও পরার্থলোভী মনোভাব ফুটে উঠেছে। অর্থলোভী লতিফের চাচা কনে সিদ্ধিকা সম্পত্তি পাবে না জেনে লতিফের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে দিয়ে অন্যত্র বিয়ে দেন। 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের মামাও তেমনি একজন অর্থলোলুপ এবং যৌতুকপ্রত্যাশী মানুষ। তার কাছে কন্যার পিতার আত্মসম্মানের চেয়ে তাঁর আর্থিক সংগতি এবং যৌতুকের অর্থের পরিমাণই মূল বিবেচ্য বিষয়। তাইতো বিয়ের পূর্বমুহূর্তে কন্যার গায়ের গয়না খুলে পরীক্ষা করিয়ে নিতেও কুণ্ঠিত হন না তিনি। অর্থাৎ পরিস্থিতির ভিন্নতা সত্ত্বেও বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে উদ্দীপকের চাচা এবং অনুপমের মামার চরিত্র এক ও অভিন্ন। সেদিক থেকে লতিফের চাচার সঙ্গে অনুপমের মামা চরিত্রটি তুলনীয়।

ঘ 'অপরচিতা' গল্পে যৌতুকপ্রথার বিরোধিতার মাধ্যমে নারীর মর্যাদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা ফুটে উঠেছে। প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা সত্ত্বেও 'অপরচিতা' গল্প ও উদ্দীপক উভয় ক্ষেত্রেই যৌতুকবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যৌতুক প্রথা মানুষের সম্পর্কের ওপর কিরূপ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তা দেখানো হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই যৌতুকের জন্যে বিয়ে ভেঙে গেছে। তাছাড়া গল্পের অনুপম ও উদ্দীপকের লতিফ উভয়েই কাঙ্ক্ষিত নারীকে দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে যা উভয় নারীর মানসিক দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের দিকটিকে নির্দেশ করে।

'অপরচিতা' গল্প এবং উদ্দীপকে যৌতুকবিরোধী মনোভাবের পাশাপাশি নারীর স্বাধীন সত্তার পরিচয় মেলে। 'অপরচিতা' গল্পে কল্যাণী বেছে নিয়েছে নারী শিক্ষাব্রত। আর উদ্দীপকের সিদ্ধিকা নারীমুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িয়ে জীবনের উদ্দেশ্যকে বদলে ফেলেছে। এ থেকে বোঝা যায়, যৌতুকের বিরোধিতা করার পাশাপাশি নারীর মুক্তি কামনাও উদ্দীপক ও 'অপরচিতা' গল্পের আর একটি উদ্দেশ্য।

প্রেক্ষাপটের দিক থেকেও 'অপরচিতা' ও উদ্দীপক দুটি ভিন্ন সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। 'অপরচিতা' গল্প বাঙালি হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে আর উদ্দীপকটি মুসলিম পরিবারের জীবনচিত্র নিয়ে রচিত। 'অপরচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ে ভাঙলেও সে আর বিয়ে করেনি; প্রত্যাশা করেছে কল্যাণীকেই। সেদিক বিবেচনায় "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপক ও 'অপরচিতা' গল্পের মূল লক্ষ্য একই"— মন্তব্যটি যথাযথ।

প্রশ্ন ১৩ আদিবাসী সুচিত্রা তিরকির স্বামীর ৪৮ বিঘা জমি স্থানীয় প্রভাবশালীরা জাল দলিল করে দখল করে নেয়। তাঁর স্বামী এর বিরুদ্ধে মামলা করলেও রায় পাওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তী সময়ে জমি ফিরে পেতে আদিবাসী নারীদের নিয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন সুচিত্রা। একপর্যায়ে সেই জমি দখলে নেন। এরপর থেকে তিনি অন্যান্য আদিবাসী নারীর দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য দুর্বার আন্দোলন করে চলেছেন।

[মিজাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল] প্রশ্ন নম্বর-৪/

- ক. অনুপম তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে কী দেখলো? ১
খ. "এ কেবল একটি মানুষের গলা, শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, 'এমন তো আর শুনি নাই।' অনুপমের এমন মনে হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সুচিত্রার সাথে 'অপরচিতা' গল্পের কল্যাণীর কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই।' উদ্দীপক ও 'অপরচিতা' গল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপম তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগল।

খ অনুপমের কানপুর স্টেশনে অচেনা এক নারীর মধুর কণ্ঠস্বর শুনে এরকম মনে হয়।

অনুপম চিরকাল গলার স্বরের পূজারী। তার মতে, মানুষের মধ্যে যা অন্তরতম এবং অনির্বচনীয় তার চেহারা হ'চ্ছে কণ্ঠস্বর। হঠাৎ অচেনা এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু শুধুমাত্র নারীর গলার স্বর বলে সেটিকে তিনি সুন্দর বলতে চান না। বরং এ কণ্ঠস্বরটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মধ্যেই ভালো। অনুপমের মতে, যে কেউ এ গলার স্বর শুনে মুগ্ধ হবে।

গ নারী জাগরণের দিক থেকে উদ্দীপকের সুচিত্রার সাথে 'অপরচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরচিতা' গল্পের কল্যাণী ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার শিকার হয়েছিল। যৌতুকের কারণে তার বিয়ে ভেঙে যায়। বিয়ে ভেঙে যাওয়া আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের জন্য অপমানজনক। কিন্তু কল্যাণী সামাজিক এই কুপ্রথাকে প্রতিরোধ করে দেশ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

উদ্দীপকে আদিবাসী নারী সুচিত্রা তিরকির সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার স্বামীর জমি ফিরে পেতে তিনি নারীদের নিয়ে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনে তিনি সফল হন এবং পরবর্তীতে যে কোনো অন্যায়-অবিচারে আদিবাসী নারীদের নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নারীর অসহায় দুর্ভাগ্যপীড়িত জীবনের পরিবর্তনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপক এবং গল্পে। উদ্দীপকে নারীর জীবনের পরিবর্তন এবং সার্থকতার বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায়। যা 'অপরচিতা' গল্পের কল্যাণীর মধ্যেও দেখা যায়।

খ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নারীদের বলিষ্ঠ ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই— উক্তিটি যৌক্তিক।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী নামক নারীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবাদী চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। যৌতুকের কারণে সে অবমাননার শিকার হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কল্যাণী ও তার বাবা। পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার কারণে দুর্ভাগ্যের শিকার হলেও বলিষ্ঠ অবস্থানের কারণে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়ান এবং দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

উদ্দীপকে সুচিত্রা এক সাহসী নারী চরিত্র। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির তার স্বামীর জমি দখল করে নেয়। এর বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং জমি দখল করে নেন। পরবর্তীতে তিনি আদিবাসী নারীদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

উদ্দীপকের সুচিত্রা এবং গল্পের কল্যাণী নিজেদের অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। এ প্রতিবাদী রূপই তাদের মর্যাদাশীল করে তুলেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা সমাজের প্রচলিত কুপ্রথা ও ধান-ধারণার পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। জীবনের তিস্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তারা মানুষের কল্যাণের পক্ষে কাজ করেছেন। নারীর ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে তারা তাদের পাশে দাঁড়ান। কল্যাণী ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথায় নিজেকে বলি না দিয়ে দেশসেবা তথা নারী শিক্ষা উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয় এবং সুচিত্রা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে এবং নারী উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে। মূলত তাদের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই সমাজের উন্নয়নে তারা ভূমিকা রাখতে পেরেছে। তাই উল্লিখিত মন্তব্যটিকে যৌক্তিক বলে গণ্য করা যায়।

প্রশ্ন ১৪ রামসুন্দরের একমাত্র কন্যা নিরুপমার বিয়ে ঠিক হলো রায়বাহাদুরের একমাত্র ছেলের সাথে। বরপক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চেয়ে বসল। রামসুন্দর অতিকষ্টে তিন-চার হাজার টাকার যোগাড় করতে পারল। বিয়ের আসরে তুমুল গোলযোগ বেধে গেল। রামসুন্দর রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরে বললেন, 'শুভকাজ সম্পন্ন হয়ে যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করে দিব।' রায়বাহাদুর বললেন, 'টাকা হাতে না পেলে বর সভাস্থ করা যাবে না।' ইতোমধ্যে একটা সুবিধা হলো। বর হঠাৎ বাবার অবাধ্য হয়ে উঠল। সে বাবাকে বলল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিয়ে করতে এসেছি, বিয়ে করে যাব।' বিয়ে এক প্রকার বিষয়, নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল।

[উৎস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনা-পাওনা' গল্প হতে সংকলিত]

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. অনুপমের পরিবার কল্যাণীকে কী দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল? ১
- খ. ব্যাখ্যা কর: আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সাথে পঙ্কশরের কোনো বিরোধ নাই। ২
- গ. 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাথে রামসুন্দরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখাও। ৩
- ঘ. "রায়বাহাদুরের ছেলের বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে 'অপরিচিতা' গল্প ভিন্ন মাত্রা পেত।"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপমের পরিবার কল্যাণীকে একজোড়া এয়াররিং দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল।

খ প্রশ্নোক্ত বাক্যটিতে অনুপমের ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার কথা বলা হয়েছে। অনুপমের বিবাহের জন্যে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে তার পিস্তুতো ভাই বিনুকে পাঠানো হলো। সে ফিরে এসে কন্যার প্রশংসা করে। বিনু খুবই বুদ্ধিশীল মানুষ, সে অল্প কথায় অনেক অর্থ প্রকাশ করে। সে যখন বলে 'বাঁটি সোনা, তখন অনুপমের বুকে বাকি থাকে না যে তার জন্যে যে পাত্রী পছন্দ করা হয়েছে সে অনন্যা গুণসম্পন্ন নারী। তার ভাগ্যে বিবাহের দেবতা প্রজাপতি ও প্রেমের দেবতা মদনের শুভদৃষ্টি পড়েছে। উভয় দেবতার মধ্যে কোনো রকম আশীর্বাদের বিরোধ নেই।

গ চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানবোধের দিক থেকে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথের সাথে উদ্দীপকের রামসুন্দরের পার্থক্য রয়েছে।

শম্ভুনাথ সেন আলোচ্য গল্পের প্রধান নারী চরিত্র কল্যাণীর পিতা। এ গল্পে তিনি একজন দায়িত্বশীল পিতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যৌতুকপ্রথার মতো ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ় অবস্থান দেখিয়েছেন। উদ্দীপকের বরপক্ষ রামসুন্দরের কাছ থেকে যৌতুক হিসেবে দশ হাজার টাকা ও দামি জিনিসপত্র দাবি করেছিল। রামসুন্দর অতি কষ্টে মাত্র তিন-চার হাজার টাকা জোগাড় করতে পেরেছিল। এতে বরের বাবা বিয়ের আসরেই বিয়ে ভেঙে দিতে উদ্যত হলে রামসুন্দর বরের বাবার হাতে-পায়ে ধরে বিয়েটা সারার জন্য। এদিকে, 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা মেয়ের বিয়েতে শম্ভুনাথের দেয়া গহনা সেকরা দিয়ে পরীক্ষা করলে শম্ভুনাথের ব্যক্তিত্ববোধ চরমভাবে আহত হয়। তিনি কন্যার লগ্নদ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে এমন নীচ ও যৌতুকলোভী পরিবারে কন্যার বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। রামসুন্দর যেখানে আত্মমর্যাদাকে বিলিয়ে দিয়ে যৌতুকলোভী পরিবারে কন্যাদান করতে উৎসাহী, শম্ভুনাথ সেখানে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছে। এভাবেই তাদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ রায়বাহাদুরের ছেলের বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে 'অপরিচিতা' গল্প ভিন্নমাত্রা পেত — মন্তব্যটি যথার্থ।

আলোচ্য গল্পের কথক অনুপম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রিধারী একজন যুবক। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত হলেও সে ব্যক্তিত্ব রহিত ও পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তার এই ভঙ্গুর ব্যক্তিত্বের কারণেই তার জীবনে নেমে এসেছিল যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায়। উদ্দীপকে বর্ণিত বরের বাবা চাহিদা মোতাবেক যৌতুক না পেয়ে বিয়ে ভেঙে দিতে উদ্যত হয়। কনের বাবা রামসুন্দরের শত অনুরোধেও তিনি বর সভাস্থ করতে রাজি হয় না। এমন পর্যায়ে বর বাবার মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে সম্পন্ন করে। এদিকে, আলোচ্য গল্পের অনুপমের মামা বিয়ের অনুষ্ঠানে সেকরা দিয়ে কনের গহনা পরীক্ষা করানোর সময় অনুপম নিশ্চুপ ছিল। এমনকী শম্ভুনাথ বিয়ে ভেঙে দিলেও সে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম মামার ভুল ও হীন আচরণের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস করতে পারেনি। কল্যাণীর সাথে বিয়েকে কেন্দ্র করে মামার নানা আচরণকে ভুল ভাবলেও মুখ ফুটে তা প্রকাশ করতে পারেনি। যদি সে উদ্দীপকের রায়বাহাদুরের ছেলের মতো স্পষ্টভাষী হয়ে সাহসের সাথে মামার হীন আচরণের বিরোধিতা করত, তাহলে কল্যাণীর সাথে তার বিয়ে ভেঙে যেত না। মানসপটে সাজানো নারীর সাথেই জীবনটা কাটাতে পারত। স্বপ্নের মানসীকে হারিয়ে বিরহ যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করতে হতো না। রায়বাহাদুরের ছেলে যেভাবে পরিবারতন্ত্রের প্রধান কর্তা পিতার হীন আচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল তেমনটা অনুপম তার মামার ক্ষেত্রে করতে পারলে 'অপরিচিতা' গল্পটি মিলনাত্মক গল্পে পরিণত হতো।

প্রশ্ন ১৫ 'আমি বলিলাম, তা থাক না, সুরবালা আমার কে? উত্তর শুনলাম, সুরবালা তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হতে পারত।' [রংপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর ১]

- ক. রেলকর্মচারী কতটি টিকিট বেঞ্চে বুলিয়েছিলেন? ১
- খ. 'কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।'— বক্তার এমন অনুভূতির কারণ বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের মেলবন্ধন রচনা করো। ৩
- ঘ. "কাজিক্ত প্রেমসীকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে।"— মন্তব্যটি পর্যালোচনা করো। ৪

ক. রেল কর্মচারী দুইটি টিকিট বেঞ্চে ঝুলিয়েছিলেন।

খ. প্রগোস্ত উক্তিটি দ্বারা অনুপম কল্যাণীর কাছাকাছি থাকা বলতে হৃদয়ে জায়গা পাওয়ার কথা বুঝিয়েছে।

কানপুরে পৌঁছে কল্যাণীর পরিচয় জানতে পেরে অনুপমের হৃদয় আবারো কল্যাণীর চিত্রায় আচ্ছন্ন হয়। সে কল্যাণীকে বিয়ে করতে চাইলেও কল্যাণী রাজি হয় না। কল্যাণীর কাছাকাছি থাকার জন্য সে কানপুরেই বসবাস করতে শুরু করে। সুযোগ পেলেই সে কল্যাণীর কাজে সাহায্য করে আর মনে করে হয়তো এভাবেই সে কল্যাণীর হৃদয়ে স্থান পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হলে তারা একে অপরের আপনজন হয়ে উঠতে পারত। এই দিক দিয়ে উভয়ের মিল রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের নিজের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। সবকিছুতে মামার ওপর নির্ভর করতে হতো। তার এরকম মনোভাবের জন্যেই কল্যাণীকে হারাতে হয়। শম্ভুনাথ বাবু যদি অনুপমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পেতেন তবে হয়তো তিনি কল্যাণীকে অনুপমের হাতে তুলে দিতেন। আর তাহলে এ গল্পেও উভয়ের পরিণতি মিলনাত্মক হতে পারত। তারা একে অপরের আপনজন হয়ে উঠত।

উদ্দীপকের কথক মনে মনে সুরবালাকে পছন্দ করত। হয়তো বা নিজ সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সুরবালাকে আপন করতে পারেনি। কিন্তু যদি উপযুক্ত সময়ে সুরবালাকে আপন করে নিত, তাহলে সুরবালাই তার অতি আপনজনে পরিণত হতো। যার সাথে আলোচ্য গল্পের অনুপম ও কল্যাণীর পরস্পরের সাথে একাত্ম হয়ে উঠতে পারার সম্ভাবনা মিলে যায়। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের মেলবন্ধন রয়েছে।

ঘ. কাক্ষিত সঙ্গীকে না পাওয়ার হাশাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম দুর্ভাগ্যক্রমে তার মনের মানুষ কল্যাণীকে হারায় অনুপম তার বাগদত্তাকে হারালেও সেই ছিল তার কল্পলোকের মানসী। বিয়ের সম্ভাবনা নাকচ হলেও সে তাকে ভুলতে পারেনি। দৈবক্রমে এই অপরিচিত মানসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটায় পর তাকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয় অনুপম। যার জন্যে পরবর্তী সময়ে তাদের আক্ষেপ এবং হাশাকার করতে হয়েছে।

উদ্দীপকের কথক সুরবালাকে একান্ত আপনজন হিসেবে পেতে পারত। কিন্তু যে কারণেই হোক, সুরবালাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া হয়নি তার। সুরবালাকে না পাওয়ায় কথকের হাশাকারই এখানে মূর্ত হয়ে উঠছে। প্রায় একই পরিণতি ঘটেছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের জীবনেও।

উদ্দীপকে ঘটনাপ্রবাহের সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে। কথকের সুরবালাকে না পাওয়ার বেদনার কথা এখানে বলা হয়েছে। কথকের একটিমাত্র সংলাপে যে আভাস পাওয়া যায়, সেখানেও প্রেমিকহৃদয়ের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই কাক্ষিত মানসীকে না পাওয়ার হাশাকার 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রে ফুটে উঠেছে, কল্যাণীকে না পাওয়ার বেদনায় সে সিক্ত হয়েছে। তাই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, প্রগোস্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ সৈয়দ রমিজউদ্দীন সুলতানপুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করেন। তাঁর তিন মেয়ে হামিদা, সুফিয়া ও তানিয়া। হামিদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত পদার্থ বিদ্যায় মাস্টার্স করেছে। নানা জায়গা থেকে তার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে। সৈয়দ সাহেবের ইচ্ছা একজন চরিত্রবান পাত্রের কাছে মেয়েকে বিয়ে দেবেন।

হাসান যশোরে সাবরেজিস্টারের চাকরি করে। সে হামিদাকে ঘটকের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে হামিদাদের বাড়িতে আসে এবং জানায় যে, সে মাসে লক্ষ টাকা আয় করে। হামিদার বাবা রমিজউদ্দীন সাহেব হাসানকে জিজ্ঞেস করেন যে, বেতনের বাইরে সে কীভাবে অর্থ উপার্জন করে। হাসান উৎসাহের সাথে বলে যে, বাকি টাকাটা তার উৎকোচ হিসেবে আয় হয়। হামিদার বাবা অতিথিদের উপযুক্ত আপ্যায়ন করে জানিয়ে দেন যে, এমন দুর্নীতিপরায়ণ ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

(জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১/)

ক. কে আসর জমাইতে অস্থিতিয়? ১

খ. 'ঠাট্টা করিতেছেন নাকি!'—কেন এই উক্তিটি করা হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের শম্ভুনাথ বাবুর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'নীতিহীন মানুষ সমাজে নিন্দনীয় ব্যক্তিত্ব।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. হরিশ আসর জমাইতে অস্থিতিয়।

খ. কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ে শম্ভুনাথ সেন ভেঙে দিলে অনুপমের মামা আশ্চর্য হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেন।

বিয়ের পূর্বমুহূর্তে অনুপমের মামা কনের পরিহিত সকল গয়না পরখ করে দেখতে চান। তার এ অসংগত প্রস্তাব শম্ভুনাথ সেনের আশ্চর্য্যাদাকে ফুগ্ন করে। তাই কৌশলে বরযাত্রীদের খাইয়ে দিয়ে তাদের তিনি বিদায় জানান। এরূপ আচরণে অনুপমের মামা আশ্চর্য হয়ে মন্তব্যটি করেন।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেন স্পষ্টভাষী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র যার সাথে উদ্দীপকের সৈয়দ রমিজউদ্দীনের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

শম্ভুনাথ সেন সমাজে গেড়ে বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথাকে প্রতিরোধ করেছেন আপন বৈশিষ্ট্যে কল্যাণীর বিয়ের গহনা অনুপমের মামা স্যাকরা দিয়ে পরীক্ষা করান, আসল না নকল এজন্য। অনুপমের মামার এ আচরণ তিনি মেনে নেননি। তিনি সর্বকম লৌকিকতার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেন।

উদ্দীপকের রমিজউদ্দীন সাহেব একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। তিনি তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ধন-দৌলত না দেখে একজন চরিত্রবান পাত্রের খোঁজ করছেন। ভালো চাকুরী করা সত্ত্বেও তিনি দুর্নীতিপরায়ণ পাত্রের কাছে তার মেয়ের বিয়ে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। গল্পের শম্ভুনাথ সেন এবং উদ্দীপকের রমিজউদ্দীন উভয়েই ন্যায়পরায়ণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার আর এ বিষয়টিই তাদের দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

ঘ. 'নীতিহীন মানুষ সমাজে নিন্দনীয় ব্যক্তিত্ব' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে অবলম্বনে যুক্তিযুক্ত।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী। অনুপমের মামা বিয়ের আগে কল্যাণীর গা থেকে গয়না খুলে দিয়ে তা পরখ করতে চান। তার এই অনৈতিক কাজ দেখে শম্ভুনাথ মেয়ের বাবা বিয়ে ভেঙে দেন।

উদ্দীপকে হাসান দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্র। সে সাবরেজিস্টারের চাকুরি করে। কিন্তু বেতনের বাইরেও সে উৎকোচ হিসেবে অর্থ আয় করে। তার এধরনের অনৈতিক কাজের উদ্দীপকের রমিজউদ্দীন বলেন যে, এমন দুর্নীতি পরায়ণ ছেলের সাথে তার মেয়ের বিয়ে দেবেন না। গল্পে অনুপমের মামা যৌতুক নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছেন তার জন্য অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায়। যৌতুক নেয়া এবং উৎকোচ গ্রহণ দুটোই অনৈতিক কাজ এবং এই ধরনের কাজ করে নীতিহীন মানুষ যাদেরকে সমাজের কেউ পছন্দ করে না। তাই আলোচ্য উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৭ ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর রিপন-রিতার বিয়ের দিন হঠাৎ দৃশ্যপট পাল্টে গেল। বর রিপনের বাবা বিয়ের আগেই যৌতুকের সমস্ত টাকা হাতে পেতে চায়। কনের পিতা সুজিত বাবু মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে সেই শর্তে রাজি হলেও কনে রিতা তা মানল না। বর পক্ষকে সে অপমান করে তাড়িয়ে দিল।

[কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল? ১
খ. 'আমি তো চমকিয়া উঠিলাম'—কথাটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. সুজিত বাবুর সাথে শম্ভুনাথ চরিত্রটি কোন দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রিতা 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চেয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে বেশি সক্রিয়"—মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

খ. আলোচ্য কথাটির মাধ্যমে কল্যাণীর সুমধুর কণ্ঠ শুনে অনুপমের চমকে ওঠা ভাবকে বোঝানো হয়েছে।

কানপুর স্টেশনে অনুপম একটি নারীকণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে অনুপমের হৃদয়পটে সেই কণ্ঠস্বরটি বাজতে থাকে। পরে যখন অনুপম গাড়িতে জায়গা পাচ্ছিল না, এমন সময় সেই মেয়েটি অনুপমের মাকে লক্ষ করে বলে, তাদের গাড়িতে জায়গা আছে এবং সেখানে গিয়ে বসতে। আর এভাবেই সেই কণ্ঠটি আবার শুনে অনুপম চমকে ওঠে। এখানে মূলত, কল্যাণীর আশ্চর্যসুন্দর কণ্ঠস্বর শুনে বিরহী অনুপমের একটি মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকে সুজিত বাবুর সাথে শম্ভুনাথ চরিত্রটি ব্যক্তিত্ববোধের প্রকাশের দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ সেন একজন ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ। তিনি নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যৌতুকলোভী পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি। তাই অনুপমের মামা যখন মেয়ের গয়না যাচাইয়ের জন্য সেকরা সাথে করে আনে তখন তার আত্মসম্মানে লাগে। এজন্য তিনি বরপক্ষকে সসম্মানে বিদায় করে দেন।

উদ্দীপকের কনের পিতা সুজিত বাবুর মধ্যে গল্পের শম্ভুনাথ সেনের ব্যক্তিত্ববোধের কোনো প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না। তিনি বরপক্ষের অন্যায় দাবি মেনে নিয়েই মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছেন, যা গল্পের শম্ভুনাথ বাবু করেননি। এখানে সুজিত বাবুর সাথে শম্ভুনাথ চরিত্রটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের রিতা সরাসরি অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী তা করতে না পারায় প্রয়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ বলে বিবেচিত।

যুগ যুগ ধরে যৌতুক প্রথার নির্মমতার শিকার হচ্ছে নারীরা। হীন-স্বার্থবাদী পুরুষতান্ত্রিকতা নারীকে অর্থকড়ির মানদণ্ডে বিচার করে। বর্তমানে কিছু শিক্ষিত সচেতন নারী যৌতুকের মতো সামাজিক কু-প্রথাগুলোর প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। এমন বাস্তবতা 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর মাঝে পরিলক্ষিত হয়। সে যৌতুকের বিরুদ্ধে পিতার অসম্মানকে নিরবে সমর্থন করে নিজের যৌতুকবিরোধী চেতনাকে জানান দিয়েছে।

উদ্দীপকের রিতা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী নারী। সে যৌতুকলোভীদের অপমান করে বিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও স্বাধীন নারীসত্তার কারণে সে অন্যায় প্রথাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীকে প্রত্যক্ষভাবে এ ধরনের প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখা যায়নি।

'অপরিচিতা' গল্পে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর নিরব প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। বরের মামা যখন বিয়ের আগে যৌতুকের গয়না যাচাই করতে গিয়ে অপমানজনক আচরণ করে তখন কল্যাণীর বাবার বিয়ে ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি সে নীরবে সমর্থন করে। কিন্তু বরপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেনি। অন্যদিকে উদ্দীপকের রিতা কিন্তু নীরব থাকেনি। সে সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ করে বরপক্ষকে তাড়িয়ে দেয়। এ প্রেক্ষিতে বিচারে প্রয়োক্ত মন্তব্যটি গ্রহণযোগ্য ও যথ্য।

প্রশ্ন ১৮ বিয়ের আসরে দেনা-পাওনা বিষয়কে কেন্দ্র করে তুমুল বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে বরের চাচা বিয়ে ভেঙে দেয়ার ঘোষণা দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতিক্রম্য কথায় সাড়া দিয়ে আসর থেকে ফিরে আসে। কিন্তু তার চোখে ভেসে ওঠে আফিয়ার বিবর্ণ মুখ, তার পিতার করুণ চাহনি।

[রাজসীক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. অনুপমের আসল অভিভাবক কে? ১
খ. 'এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার'—কোন প্রসঙ্গে কেন বলা হয়েছে? ২
গ. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. 'যৌতুক প্রথা বিবাহ সম্বন্ধে বিপর্যয় বয়ে আনে'—উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. অনুপমের আসল অভিভাবক তার মামা।

খ. অনুপমের যৌতুকলোভী মামা যখন কনের সব গহনা যাচাই করতে চাইলেন তখন কনের বাবা অনুপমের মতামত জানতে চাইলেন তখন কনের বাবা অনুপমের মতামত জানতে চাইলে অনুপম এ কথাটি বলেন।

অনুপমের বিয়ের লগ্ন উপস্থিত হলে তার লোভী মামা কল্যাণীর সমস্ত গয়না পরখ করার জন্য সাকরাকে ডেকে নিয়ে আসেন। তখন কনের বাবা শম্ভুনাথ সেন অনুপমের মতামত জানতে চান। কিন্তু অনুপমের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার অভাবের কারণে সে তার মামার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারে না। তাই মামার অন্যায় আবদারেও চুপ করে থাকে এবং বলে এসব ব্যাপারে কথা বলার অধিকার তার নেই।

গ. উদ্দীপকের আতিকের বিয়ে ভাঙার ঘটনাটি প্রেক্ষাপটগত দিক থেকে 'অপরিচিতা' গল্পের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরিচিতা' গল্পটিতে যৌতুক প্রথার বিরোধী কাহিনী বিধৃত হয়েছে। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন ও কন্যা কল্যাণীর ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অনুপমের মামা যখন কন্যার গয়না যাচাই করতে চান তখন কন্যার বাবা সে বিয়ে ভেঙে দেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যৌতুকের জন্য আফিয়ার বিয়ে ভেঙে যায়। বরের চাচা দেনা-পাওনাকে কেন্দ্র করে বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন। উদ্দীপকে বরের পক্ষ থেকে বিয়ে ভাঙা হলেও গল্পে কনেপক্ষই বিয়ে ভেঙে দেন। যৌতুক নিয়ে কন্যার অবমাননার প্রতিবাদে শম্ভুনাথ সেন কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি জানান। শম্ভুনাথ সেনের প্রবল ব্যক্তিত্ববান চরিত্রটি উদ্দীপকে অনুপস্থিত। উদ্দীপকে বরপক্ষের যৌতুকের জন্য বিয়ে ভেঙে দেওয়া এবং কনের পক্ষের বিপর্যস্ততার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে গল্পে কনেপক্ষই অপমানের প্রতিবাদে বিয়ে ভেঙে দেয়।

ঘ. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌতুকের কারণে দুটো বিয়েই ভেঙে যায়, তাই বলা যায়, যৌতুক প্রথা বিবাহ সম্বন্ধে বিপর্যয় বয়ে আনে।

'অপরিচিতা' গল্পে অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মমতা তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পের সমগ্র ঘটনার কেন্দ্রে আছে এই সামাজিক অসংগতি। অনুপমের মামা বিয়ের আগে কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করা নিয়ে যে নীচতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে যৌতুক প্রথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। আর এ যৌতুক প্রথার কারণেই কল্যাণী ও অনুপমের বিবাহ সংঘটিত হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিয়ের আসরে দেনা-পাওনাকে কেন্দ্র করে তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে বরের চাচা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা দেন। এমনকি বর-আতিকের বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলেও অসহায়ভাবে বিয়ের সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এমনকি কনে এবং কনের বাবার বিবর্ণ চেহারা দেখেও সে চাচার সিঁধ্যান্তের বাইরে যায় না।

উদ্দীপক ও 'অপরীচি' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই যৌতুকপ্রথার নির্মমতা উন্মোচিত হয়েছে। 'অপরীচি' গল্পে অনুপমের নিস্পৃহ মনোভাব এবং তার মামার যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে বিয়েটি ভেঙে যায়। শম্ভুনাথ সেন কন্যার লগ্নদ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে বিয়েটি প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে উদ্দীপকেও বরের চাচার যৌতুকলোভী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। বরের চাচা যৌতুকের লোভে বিয়ে ভেঙে দেন। উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় যৌতুকপ্রথার কারণে দুটো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। বিবাহের পূর্বেই সম্পর্কগুলো ভেঙে যায়। তাই উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৯ হৈমন্তী গল্পে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণতা ও যৌতুক প্রথার কুফলের একটি বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। সংলাপের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের মধ্যবিত্তের অন্তঃবাস্তবতা ফুটে উঠেছে। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, রূপক, অনুপ্রম, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার এখানে সার্থকতার সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে হৈমন্তী ও অপু। সর্বোপরি বিষয়বৈচিত্রে, অন্যান্য চরিত্র-চিত্রন, বক্তব্য বিষয় প্রকাশে অনুভূতির প্রখরতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুণে এ গল্পটি হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের এক অনুপম রীতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি ছোটগল্প।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোটগল্প কত বছর বয়সে প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক অবলম্বনে 'অপরীচি' গল্পটির সমাজবাস্তবতা আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'অপরীচি' ছোটগল্প হিসেবে কতটুকু সার্থক, উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম ছোটগল্প মাত্র ষোল বছর বয়সে প্রকাশিত হয়।

খ. আলোচ্য উক্তিটির মধ্যে অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

অনুপম শিক্ষিত যুবক হয়েও ব্যক্তিত্ববিবর্জিত পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুল। শম্ভুনাথ বাবুর কাছে একথা প্রমাণিত হওয়ায় বিয়ে ভেঙে দেওয়ার সময় অনুপমের সাথে তিনি একটি কথা বলাও প্রয়োজন মনে করেননি। তাই অনুপম নিজের অবস্থানটি বোঝাতে গিয়ে এই অভিমতটি ব্যক্ত করে যে, 'প্রমাণ হইয়া গেছে আমি কেহই নই'।

গ. উদ্দীপকের মতো 'অপরীচি' গল্পেও পুরুষতান্ত্রিক অমানবিকতা যৌতুক প্রথার মতো ঘৃণ্য সমাজবাস্তবতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের সমাজে এখনো হীন পুরুষতান্ত্রিকতার অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়। এর একটি অন্যতম বিষয় যৌতুক প্রথা ও নারী নির্বাতন। সমাজে নারীদের হয়ে প্রতিপন্ন করা হয়। নারী শিক্ষার অপ্রতুলতায় নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত হয়। নারীর জীবনের চাইতে যৌতুকের অর্থকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়। এ কারণে নারী জীবনে অনেক সময় করুণ পরিণতি নেমে আসে। সামাজিক এমন বৃঢ় বাস্তবতা উদ্দীপক ও 'অপরীচি' গল্পে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'হৈমন্তী' গল্পে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কর্তৃত্বপরায়ণতা ও যৌতুক প্রথার কুফলের একটি বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। 'অপরীচি' গল্পেও পুরুষতান্ত্রিক ও যৌতুকপ্রথার কেন্দ্রীয় একটি অপ্রীতিকর সমাজবাস্তবতা ফুটে উঠেছে। কন্যাদায়িত্ব পিতা শম্ভুনাথ তার মেয়ে কল্যাণীকে বিয়ে দিতে গিয়ে যৌতুকপ্রথার শিকার হন। বরপক্ষের চাহিদামতো অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার দিলেও বরের মামা স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। স্বর্ণ খাঁটি কিনা তা পরখ করার জন্য অনুষ্ঠানে স্যাকরা নিয়ে যায় এবং অলংকারের ফর্দগুলো কাগজে টুকে নেয়, যাতে পরে কম না

দেওয়া হয়। কনের পিতাকে এমন সন্দেহ করা এবং যৌতুক নিয়ে এতোটা হীনতা ও নিচতা প্রদর্শন করায় শম্ভুনাথ কল্যাণীকে এ পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে আর রাজি হননি। ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার কারণে কল্যাণী বৈবাহিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়। হৈমন্তী গল্পের মতো হীন পুরুষতান্ত্রিক ও যৌতুক প্রথার নির্মম সমাজবাস্তবতা 'অপরীচি' গল্পেও সার্থকভাবে লক্ষ করা যায়।

ঘ. ঘটনাপ্রবাহ, চরিত্র রূপায়ণ ও সার্থক সংলাপ— সবমিলিয়ে 'অপরীচি' একটি সার্থক ছোটগল্প।

'অপরীচি' গল্পে সমাজের একটি বিশেষ প্রথার উপর ভিত্তি করে একজন নারী ও পুরুষের জীবনের পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়ের আসরে বরের মামার গয়না নিয়ে গর্হিত আচরণ এবং বর অনুপমের নিষ্ক্রিয়তার বিয়েটি ভেঙে যায়। অনেকদিন পর অনুপম ও কল্যাণীর সাক্ষাৎ হয় এবং অনুপম জানতে পারে, কল্যাণী আর বিয়ে করবে না। নারী শিক্ষা প্রসারে সে নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী ও অপু ক্ষেত্রেও বিয়োগাত্মক পরিণতি ঘটে। এখানেও যৌতুকপ্রথার করুণ বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। 'অপরীচি' গল্পের মতো 'হৈমন্তী' গল্পেও তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাপ্রবাহ, সংলাপ ও সমাপ্তি রচনার ক্ষেত্রে হৈমন্তী একটি সার্থক ছোটগল্পের উদাহরণ। এটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

উদ্দীপক ও গল্প উভয়ক্ষেত্রে সমাজের বাস্তবচিত্র ধরা পড়েছে। উদ্দীপকে অপু ও গল্পে অনুপম দুজনের প্রেমানুভূতিতে নায়িকাকে নিয়ে ভাবনার সময়ে নানা রূপক ও চিত্রকল্পের অবতারণা হয়। দুটি গল্পের শেষেই নায়ক-নায়িকার বিয়োগাত্মক পরিণতি দেখা যায়। দুটি গল্পেই চরিত্র চিত্রায়ণে রবীন্দ্রনাথ তার স্বভাবসুলভ মুসিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাই, 'অপরীচি' ছোটগল্প হিসেবে পুরোপুরি সার্থক।

প্রশ্ন ২০ সত্যজিৎ বাবুর একমাত্র কন্যা সুমনা। সুমনার জন্মের পর তার মায়ের মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সত্যজিৎ বাবু আর বিয়ে করেননি। মেয়ে সুমনাকে নিয়েই তার যত স্বপ্ন। নানা প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মেয়েকে পড়ালেখা শিখিয়েছেন। মেয়ের বয়স সতেরো তাই তিনি তাকে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেক চেষ্টার পর তিনি মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেয়েছেন। ছেলের নাম নামা সুজয়, সে পেশায় অধ্যাপক। ছেলের বাবা শশীভূষণ বাবু শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ। প্রচলিত সংস্কার তার মনে স্থান পায়নি। তিনি যৌতুক প্রথার ঘোর বিরোধী। তিনি সত্যজিৎ বাবুর মতো বেয়াই ও সুমনার মতো পুত্রবধূ পেয়েই খুশি।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. মেয়েটি হিন্দিতে কী বলিল? ১
- খ. 'বাবাজি একবার এইদিকে আসতে হচ্ছে'— কে, কাকে বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের সত্যজিৎ বাবুর সাথে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকের শশীভূষণ বাবুর চিন্তা-চেতনা 'অপরীচি' গল্পের অনুপমের মামার চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত'— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, 'না আমরা গাড়ি ছাড়িব না'।

খ. বিয়ের আগেই কনের স্বর্ণ যাচাই করে দেখা প্রসঙ্গে ডা. শম্ভুনাথ অনুপমকে উদ্দেশ্য করে আলোচ্য কথাটি বলেছিলেন।

অনুপমের বিয়ের অনুষ্ঠানে কনেকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া স্বর্ণালঙ্কারগুলো খাঁটি কি না তা যাচাই করতে চায় অনুপমের মামা। কনের পিতা শম্ভুনাথকে তিনি স্বর্ণগুলো নিয়ে আসতে বললে হবু বর অনুপমের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা অনুধাবন করার মানসে শম্ভুনাথ অনুপমকে বলেছিলেন, 'বাবাজি একবার এইদিক আসতে হচ্ছে।' কিন্তু অনুপম মামার অনুমতি ছাড়া এক পাও নড়তে চায়নি তার ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে।

গ। উদ্দীপকের সত্যজিৎ বাবুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের ডা. শম্ভুনাথ সেন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

সমাজের এমন কিছু সৎ ও উদার মানবিক মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, যারা প্রচলিত কুসংস্কারের উর্ধ্বে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার তারা বিরোধী। কন্যা সন্তানকে তারা উদার মানসিকতার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। মেয়ের বয়সের দিকে তেমন একটা খেয়াল রাখেন না। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের সত্যজিৎ বাবু ও 'অপরিচিতা' গল্পের ডা. শম্ভুনাথ সেন চরিত্রে।

উদ্দীপকের সত্যজিৎ বাবুর একমাত্র কন্যা সুমনা। সুমনার জন্মের পরই তার মায়ের মৃত্যু হয়। সত্যজিৎ বাবু আর বিয়ে করেননি। মেয়ে সুমনাকে নিয়েই অনেক বড় স্বপ্ন দেখেন। নানা প্রতিকূলতার পরও তিনি মেয়েকে লেখপাড়া শিখিয়েছেন।

এরই মধ্যে মেয়ের বয়স সতেরো হয়ে গিয়েছে তার অজান্তেই। তাই তিনি অনেক চেষ্টা-সাধনা করেছেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্র বিয়ে দেওয়ার জন্য। 'অপরিচিতা' গল্পে ডা. শম্ভুনাথ একজন উদারপ্রাণ শিক্ষিত মানুষ। একমাত্র কন্যা কল্যাণী ছাড়া তার আর কেউ নেই। মেয়েকে তিনি লেখপাড়া শিখিয়ে তার মতো আধুনিক ও উদার মানবিক করে তোলেন। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারের দিকে খেয়াল না থাকায় মেয়ের বয়স নিয়েও কোনো ভাবনায় ছিলেন না। তাই পনের বছর বয়স হওয়ায় মেয়ের যোগ্য বর খুঁজে পেতে তাকে অনেক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে। উদার মানসিকতা ও কন্যা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান ও উপযুক্ত পাত্র সন্ধানের দিক থেকে সত্যজিৎ বাবু ও শম্ভুনাথ সেনের সাদৃশ্য ফুটে উঠে।

ঘ। উদার মানবিকতা সম্পন্ন ও যৌতুক প্রথার ঘোর বিরোধী হওয়ার দিক থেকে উদ্দীপকের শশীভূষণ বাবুর চিন্তা-চেতনা 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার চিন্তা-চেতনার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমাদের সমাজে নানা শ্রেণির, নানা মতের মানুষ বিদ্যমান। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কুসংস্কারে বিশ্বাস এর মূল কারণ। পর্যাপ্ত কল্যাণমূলক শিক্ষার অভাবে বেশিরভাগ মানুষ এখনো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নারী শিক্ষার বিরোধিতা করছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার সমর্থন করছে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সামাজিক কু-প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখছেন। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে এমন বিপরীতধর্মী চরিত্রের দৃষ্টান্ত-উপস্থাপিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা সামাজিক কুসংস্কারে নিমজ্জিত একজন অর্থলোভী মানুষ। হীন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় তিনি ভাগ্নের বিয়েতে মোটা অংকের যৌতুক দাবি করেন। যৌতুকস্বরূপ কন্যার পিতার দেওয়া স্বর্ণ অলংকার তিনি সেকরা দিয়ে যাচাই করে নেন। এমনকি স্বর্ণের ফর্দ ও পরিমাণ কাগজে টুকে রাখেন। তার চরিত্রে সংকীর্ণতা ও অর্থলোলুপতার চিত্র ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে উদ্দীপকের শশীভূষণ বাবুর চরিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত উদার প্রকৃতির মানুষ। প্রচলিত সংস্কার তার মনে স্থান পায়নি। তিনি যৌতুক প্রথার ঘোর বিরোধী। যৌতুক ছাড়াই তিনি তার ছেলেকে বিয়ে করান।

আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে এখনও যৌতুক প্রথার মতো নানা কুসংস্কার ও মারাত্মক ব্যাধি বিদ্যমান রয়েছে। যার শিকার হয়ে অনেক নারীকে নিমর্মতার শিকার হতে হয়েছে। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার চরিত্রে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার ও নারী নির্যাতনের মনোভাব প্রতীকায়িত হয়েছে। আর উদ্দীপকের শশীভূষণ বাবু আধুনিক ও নৈতিক শিক্ষিত হয়ে মানবিক গুণাবলির অধিকারী হয়েছেন। তিনি প্রচলিত সংস্কার ও ঘৃণ্য যৌতুক প্রথার বিরোধী এক সাহসী চরিত্রের প্রতীক। যা একটি কাক্ষিত মানব সমাজ গড়ে তোলার সহায়ক। ইতিবাচক এসব গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে উদ্দীপকের শশীভূষণ বাবু গল্পের অনুপমের মামার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব, মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ২১

কারো ঘর ভাঙে ঝড়ে

কারো সংসার পুড়ে যায় যৌতুকের আগুনে।

কেউ করে হয় হয়, বাপ-মা কাঁদে

মেয়েকে বিয়ে দিতে হয়-পড়ে যৌতুকের ফাঁদে।

করবে না বিয়ে সোনালি নিজেকে করে পণ্য

এটা তার পণ সোনালি জীবনের জন্য।

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. শম্ভুনাথ বাবুর মেয়ের গয়নাগুলো কোন আমলের ছিল? ১

খ. শম্ভুনাথ বাবু অনুপমের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'সোনালি' 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে ইজিত করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে নিহিত সামাজিক কাঠামো এবং 'অপরিচিতা' গল্পের সামাজিক পটভূমি সাদৃশ্যযুক্ত"— তোমার যুক্তিসহ মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শম্ভুনাথ বাবুর মেয়ের গয়নাগুলো তাঁর পিতামহীর আমলের ছিল।

খ. বিয়ের দিনে অনুপমের মামা যৌতুক নিয়ে হীন মানসিকতা দেখালেও অনুপম তার কোনো প্রতিবাদ করেনি বলে শম্ভুনাথ সেন অনুপমের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিলেন না।

অনুপমের যৌতুকলোভী মামা মেয়ের বিয়েতে শম্ভুনাথ সেনের দেয়া স্বর্ণালঙ্কার সেকরা দিয়ে যাচাই করে। তার এ হীন মানসিকতা শম্ভুনাথের ব্যক্তিমর্যাদা ভুলুস্তিত করে। অন্যদিকে, মামার এ আচরণে অনুপমের নির্বিকার থাকা তার পৌরুষহীন ব্যক্তিত্বরহিত চরিত্রকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শম্ভুনাথ সেন স্বাভাবিকভাবেই এমন নীচ পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২২ মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিলেহ অনেক সময় অমজল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্ট, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হয়ে পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্য, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল-অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীত, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়ে যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না।

[ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী কোন স্টেশনে নেমেছিল? ১

খ. "আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই"— বাক্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থের মতো সীমাবদ্ধতাই অনুপম চরিত্রের একমাত্র দিক নয়, বৃত্তভাঙার আনন্দও তার আছে।"— 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী কানপুর স্টেশনে নেমেছিল।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের অন্ধ মাতুলের বিরূপ দিকটির সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের ওপর তার মায়ের স্নেহ-প্রাবল্য লক্ষণীয়। অনুপমের ভাষায় 'শিশুকালে কোলে কোলে মানুষ হওয়ার কারণেই শেষ পর্যন্ত বয়স হলো না।'— বক্তব্যটিতে স্পষ্ট যে, অনুপমের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি। মা ও মামার ওপর অতি নির্ভরতার কারণে উচ্চ শিক্ষিত হয়েও সে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে সন্তানের ব্যক্তিত্বের ওপর প্রবল মাতুলের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মায়ের মমতার প্রাবল্যে অনেক সময় সন্তান স্বাধীনতা হারিয়ে আপন শক্তির মর্যাদা বুঝতে পারে না। দুর্বল-অসহায় পাখির ছানার মতো মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পের অনুপমের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। অপরিণত ব্যক্তিত্ব, পরনির্ভরশীলতা অনুপমকে সিন্ধান্ত গ্রহণে অপারগ করে তোলে। তাই মামার যৌতুক সম্পর্কিত অন্যায় সিন্ধান্তের বিপরীতে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সুতরাং উদ্দীপকের অন্ধ মাতুলের বিরূপ দিকটির সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ১১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১৩ শ্রাবস্তীর বিয়েতে খরচের কোনো কমতি করেনি তার বাবা। তবে আসিফ বলে দিয়েছে কোনো যৌতুক সে নেবে না। শ্রাবস্তীর বাবা অবশ্য তা বিশ্বাস করেননি। কারণ মুখে তো অনেকেই এ কথা বলে। তবে সামাজিকতা বলে তো একটা রেওয়াজ আছে। তাই বিয়ের গাড়ির সাথে আর একটা পিকআপ ভর্তি করলেন আসবাবপত্র দিয়ে। তা দেখে আসিফ শ্রাবস্তীর বাবাকে বললো, 'আমি আপনার সম্পদটা নিতে চাই, সম্পত্তি নয়।' [হাসি ক্রস কলেক, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. কল্যাণী কোথায় থাকে? ১
- খ. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে'— কার প্রসঙ্গে কেন বলা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "আসিফের মতো অনুপম হলে, 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতে পারতো— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কল্যাণী কানপুরে থাকে।

খ. 'মন্দ নয় হে! খাঁটি সোনা বটে।' এ কথাটি কল্যাণীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অনুপমকে বলা হয়েছে।

অনুপমের বিবাহের জন্য কন্যাকে আশীর্বাদ করতে তার পিস্তুতো ভাই বিনুদাদাকে পাঠানো হয়েছিল। বিনুদাদা ফিরে এসে কন্যার প্রশংসা করে। বিনু রুচিশীল মানুষ। তাই অনুপম তার মন্তব্যকে প্রাধান্য দেয়। বিনুদাদার ভাষাটিও অত্যন্ত আঁট। তিনি চমৎকারের জায়গায় বলেন 'চলনসই'। তাই তিনি যখন অনুপমকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'মন্দ নয়' তখন তার মন পুলকিত হয়ে ওঠে। বিনুদাদার বক্তব্যে মূলত কন্যার রূপের পাশাপাশি চারিত্রিক যে দৃঢ়তা সেটিও ব্যক্ত করেছেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী ও তার বাবা শম্ভুনাথ সেন যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু অনুপমের মামার কার্যকলাপে তার যৌতুকলোভী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। অন্যদিকে অনুপমের নিষ্ক্রিয় অবস্থান দেখে কল্যাণীর বাবা এ ধরনের লোভী মানসিকতার মানুষের হাতে মেয়েকে সমর্পণ না করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যৌতুকের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। বিয়ের আসর থেকে বরপক্ষকে বিনায় করে দেন।

উদ্দীপকে বর আসিফ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক পুরুষ এবং সে যৌতুক প্রথার বিরোধী। কন্যা শ্রাবস্তীর বিয়েতে তার বাবা যখন যৌতুকের জন্য বিভিন্ন

সামগ্রী দেন, তখন আসিফ সেসব সামগ্রী নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি যৌতুকের বিরুদ্ধে সোচ্চার 'অপরিচিতা' গল্পেও কল্যাণী ও তার বাবা যৌতুকের বিরোধী। এমনকি কল্যাণীর বাবা তার মেয়ের বিয়েতে বর পক্ষকে যৌতুকলোভী ভেবে বিয়ের আসর। থেকে বিদায় করে দেয়। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে প্রগতিশীল সচেতন মানুষের যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এ দিক থেকে উদ্দীপক ও গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ. আসিফের মতো অনুপম হলে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতিটা বিষাদপূর্ণ না হয়ে আনন্দদায়ক হতো।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। অনুপমের স্বপ্ন ছিল কল্যাণীকে বিয়ে করে সুখের নীড় গড়ে তুলবে। কিন্তু অনুপমের দুর্বল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার মামার যৌতুকলোভী মনোভাবের কারণে তাদের বিয়েটা ভেঙে যায়। তবে বিয়ে ভেঙে গেলেও অনুপমের স্মৃতির জগতে কল্যাণীর অবাধ বিচরণ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শ্রাবস্তী ও আসিফের বিয়েতে শ্রাবস্তীর বাবা সামাজিকতার রেওয়াজ আছে বলে বরপক্ষকে যৌতুক প্রদান করতে চায়। কিন্তু বর আসিফ এর তীব্র প্রতিবাদ করে। আসিফ শ্রাবস্তীর বাবাকে বলেন তিনি শুধু তার সম্পদটাই চায়, সম্পত্তির প্রতি তার কোনো লোভ-লালসা নেই। উদ্দীপকে আসিফের ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়চেতা মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায়।

'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুকের কারণে অনুপম-কল্যাণীর সামাজিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কিন্তু অনুপম সেক্ষেত্রে কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে পরগাছার মতো অন্যের মতামতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তার দৃঢ়তার অভাবে তার বিয়েটা ভেঙে যায়। যদি অনুপম কল্যাণীকে হৃদয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করতো, তাকে না পাওয়ার বেদনায় সে সব সময় জর্জরিত থাকতো, অনুপম যদি আসিফের মতো ব্যক্তিত্ববান হতো তবে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়েটা ভেঙে যেত না। অনুপম কল্যাণীকে নিয়ে সুখের নীড় গড়ে তুলতে পারতো। অনুপমের বিরহকাতরতার পরিবর্তে জীবন হতে পারতো আনন্দ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ। মূলত অনুপমের আচরণের দৃঢ়তাই এ গল্পের পরিণতিকে আনন্দপূর্ণ করে তুলতে পারতো। অনুপমের যৌতুকের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতে পারত।

প্রশ্ন ১৪ "ঘরেতে এলো না সে তো

মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া

পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

[সত্যর ক্যাকিনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. রসনচৌকি কী? ১
- খ. "এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে"— উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত "সে" 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকাকে কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "অপরিচিতা" গল্পের অনুপমের মানসিক শূন্যতা প্রকাশে উদ্দীপকের সার্থকতা কতটুকু তা ব্যাখ্যা করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. রসনচৌকি হলো শানাই, ঢোল ও কাঁসি এই তিন বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্ট ঐকতানবাদন।

খ. অনুপম আত্মসমালোচনা করে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান চরিত্র অনুপম উচ্চশিক্ষিত হয়েও সংসারে সে কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি বিয়ের দিন হবু স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষার জন্যও সে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। তাই পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

৭ উদ্দীপকে বর্ণিত 'সে' 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীকে প্রতিনিধিত্ব করে।

'অপরিচিতা' গল্পের প্রধান নায়িকা চরিত্র কল্যাণী। সে শিক্ষিত, সহজ-সরল প্রাণচঞ্চল চিত্তের অধিকারী। পিতা শম্ভুনাথ সেনের আত্মমর্যাদাবোধ তার মধ্যেও বিরাজ করছে তাই যৌতুকের কারণে তার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর পুনরায় অনুপম তাকে বিয়ে করতে চাইলে সে রাজি হয় না। সে তার স্বতন্ত্র ভাবনা দর্শন ও আচরণ দিয়ে সমাজের ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বিয়ের দিন অনুপম বুঝতে পারেনি যে সে কাকে হারাতে যাচ্ছে। সংসার জীবনে কল্যাণীকে পাওয়া হলো না বটে কিন্তু অনুপম মনে মনে তাকেই সাধনা করে।

উদ্দীপকের কবি এক স্বপ্নচারিণী নারীর কথা বলেছেন। সে কবির সংসার জীবনে আসে নি কিন্তু কবির কল্পনায় তার নিত্য আসা-যাওয়া। খুব সংক্ষেপে ঢাকাই শাড়ি ও কপালে সিঁদুরের উল্লেখ কবি সেই নারীর রূপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কবি যাকে নিজের ঘরে পেতে চেয়েছেন তাকে পান নি কিন্তু মনের ঘরে তাকে লালন করছেন। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও অনুপমের কাছে স্বপ্নচারিণী হয়ে আছে। কারো হৃদয়ে পরম আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হয়ে থাকার দিক থেকে উদ্দীপকের 'সে' 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণীর প্রতিনিধিত্ব করে।

৮ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মানসিক শূন্যতা প্রকাশে উদ্দীপকটি সম্পূর্ণরূপে সার্থক।

'অপরিচিতা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুপম। নিজের নির্লিপ্ততার কারণে সে কল্যাণীকে হারায়। তারপর সে পর্দার আড়ালে হারিয়ে যাওয়া কল্যাণীকে আবার পেতে চায় কিন্তু দৃঢ়চেতা কল্যাণী ও তার বাবা রাজি হয় না। তারপর ট্রেনের কামরায় কল্যাণীকে দেখে আফসোসে তার হৃদয়ের শূন্যতা আরও বেড়ে যায়। ফলে অনুপম এক শূন্য হৃদয় নিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দীপকের কবি তার পরম আকাঙ্ক্ষিত এক নারীর কথা বলেছেন। এই নারীকে তিনি সংসার জীবনে নিজ ঘরে পাননি। নিজ ঘরে না পেলেও মনের ঘরে সেই নারীর নিত্য আসা যাওয়া। ঢাকাই শাড়ি আর কপালে সিঁদুর পরা সেই নারী অন্যের হৃদয়কে পূর্ণ করেছে আর উদ্দীপকের কবি শূন্য হৃদয় নিয়ে মনে মনে তাকে সাধনা করে চলেছেন।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম কল্যাণীকে না পেয়ে শূন্য হৃদয় নিয়ে কল্যাণীর সাধনা করে চলেছে। উদ্দীপকের কবিও এক অধরা নারীর প্রেমে উদ্ভাসিত হয়ে শূন্য হৃদয় নিয়ে তার সাধনা করে চলেছেন। তাই বলা যায় গল্পের অনুপমের মানসিক শূন্যতা প্রকাশে উদ্দীপকটি সম্পূর্ণ সার্থক।

৯ কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্য তাড়া।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রায় নম্বর-১]

- ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী? ১
- খ. 'অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বরের বাপের মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে? নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের ঘটনাটিকে 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে"— উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম— বিনু।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. যৌতুকলোভী মনসিকতার দিক থেকে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাথে উদ্দীপকের বরের বাপের সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন, যেখানে তিনি অনেক টাকা যৌতুক পেতে পারবেন। অনেক খোজাখুজির পর শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন তিনি। কিন্তু বিয়ের দিন যৌতুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা তার হীন চরিত্রের পরিচয় দেন।

উদ্দীপকের বরের বাবার যৌতুকলোভী আচরণ প্রকাশ পেয়েছে। কন্যার বয়স বেশি হলেও যৌতুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি হওয়ায় তিনি এ বিয়েতে রাজি হন। এমনকি কন্যার বাবার মাঝে কন্যার বিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়া না থাকলেও বরের বাবা বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেন। আর এ তাড়াহুড়োর কারণ হচ্ছে যৌতুকের প্রতি লোভ। উদ্দীপকের বরের বাবার এ যৌতুকলোভী মানসিকতা অনুপমের মামার চরিত্রেও দেখা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বরের বাপের মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

১৬ সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামে বিয়ে করতে এসে বরপক্ষ মোটরসাইকেল ও সোনার চেইন দাবি করে। পাত্রীপক্ষের সামর্থ্য না থাকায় তারা অসম্মতি জানায়। অনেক অনুনয়-বিনয় করে বিয়েটা হওয়ার জন্য। কিন্তু বরপক্ষ রাজি না হলে বিয়ে ভেঙে যায় এবং কন্যাপক্ষ বরের মাথা ন্যাড়া করে দেয়।

[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রায় নম্বর-১]

- ক. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল? ১
- খ. অনুপমের মামা স্যাকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্র তুলনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসংগতির দিকটি তুলে ধরেছে কী? তোমার যুক্তি দাও। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিয়ের সময় অনুপমের বয়স ছিল তেইশ বছর।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. বরপক্ষের যৌতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অসৌজন্যমূলক আচরণের দিক থেকে উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের মিল রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বহীন ও পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায়। মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারে না। তার মামার অপমানের কারণে ও তার ব্যক্তিত্বহীনতায় কন্যার পিতা বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দেয়। অনুপমের এই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও মানসিক দৃঢ়তার অভাবের মিলটুকু উদ্দীপকের বরের মধ্যেও দেখা যায়।

উদ্দীপকের বরপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছে যৌতুক হিসেবে মোটরসাইকেল ও সোনার চেইন দাবি করে। আর্থিক অনটনের জন্য পাত্রীপক্ষ যৌতুক প্রদানে অসমর্থ হয়। বরপক্ষ তাদের ইচ্ছে পূরণ হয়নি বলে বিয়েটা ভেঙে দেয়। কিন্তু এত কিছু মধ্য কোথাও বরের কোনো ভূমিকা পরিলক্ষিত হয় না। এতে বরের হীনমন্যতা ও ব্যক্তিত্বহীনতাই ভেসে ওঠে। কন্যাপক্ষ বরের ওপর তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে বরের মাথা ন্যাড়া করে দেয়। তাই আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

খ উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরীচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসংগতি হিসেবে চিহ্নিত যৌতুকপ্রথার কুফলের দিকটি তুলে ধরেছে।

'অপরীচিতা' গল্পে যৌতুকপ্রথার সামাজিক অসংগতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধের চিত্র এখানে উঠে এসেছে। গল্পের সমগ্র ঘটনার কেন্দ্রে আবর্তিত হয়েছে এই সামাজিক অসংগতি। অনুপমের মামা বিয়ের আগে কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করা নিয়ে যে নীচতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতেই সামাজিক বাস্তবতায় যৌতুকপ্রথার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকেও আলোচ্য গল্পের মতোই যৌতুকপ্রথার অসংগতি বর্ণিত হয়েছে। বরপক্ষের মোটরসাইকেল ও সোনার চেইন দাবি মূলত যৌতুকের দাবি মেটাতে অক্ষম বলে বরপক্ষ এই বিয়ে ভেঙে দেয়। কনেপক্ষের কোনো অনুরোধই তারা শোনেনি। যৌতুকের এই সামাজিক অভিগামের দিকটি উদ্দীপকের মতো 'অপরীচিতা' গল্পেও আলোকপাত করা হয়েছে।

উদ্দীপক ও 'অপরীচিতা' গল্পের উভয়ক্ষেত্রেই যৌতুকপ্রথার নির্মমতার উন্মেষ ঘটেছে। 'অপরীচিতা' গল্পে অনুপমের নিষ্পৃহ মনোভাব তার মামার বাড়িবাড়ির দিকটিকে প্রশ্ন দেয়। তেমনি উদ্দীপকেও বরপক্ষের যৌতুকলোভী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরীচিতা' গল্পে বর্ণিত যৌতুকপ্রথার মতো সামাজিক অসংগতির দিকটিই তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন ২৭ "আমি বলিলাম, তা থাক-না, সুরবালা আমার কে? উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত।"

(আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১/)

- ক. 'অপরীচিতা' গল্পে কাকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে? ১
খ. অনুপমের মামা সেকরাকে বিয়ে বাড়িতে এনেছিল কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরীচিতা' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের নায়কের ও 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমের জীবন একসূত্রে গেঁথেছে কাক্ষিত সঙ্গীকে না পাওয়ার হাহাকার।"— তোমার মতামত দাও। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'অপরীচিতা' গল্পে ব্যাঙ্গার্থে অনুপমকে গজাননের ছোট ভাই বলা হয়েছে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'অপরীচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হলে তারা একে অপরের আপনজন হয়ে উঠত।

'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমের নিজের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। সবকিছুতে মামার ওপর নির্ভর করতে হতো। তার এরকম মনোভাবের জন্যেই কল্যাণীকে হারাতে হয়। শঙ্কুনাথ বাবু যদি অনুপমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পেতেন তবে হয়তো তিনি কল্যাণীকে অনুপমের হাতে তুলে দিতেন। আর তাহলে এ গল্পেও উভয়ের পরিণতি মিলনাশ্বক হতে পারত।

উদ্দীপকের কথক মনে মনে সুরবালাকে পছন্দ করত। হয়তো বা নিজ সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সুরবালাকে আপন করতে পারেনি। কিন্তু যদি উপযুক্ত সময়ে সুরবালাকে আপন করে নিত তাহলে সুরবালাই তার অতি আপনজনে পরিণত হতো। আলোচ্য গল্পের অনুপমের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরীচিতা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ কাক্ষিত সঙ্গীকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'অপরীচিতা' গল্পের অনুপম দুর্ভাগ্যক্রমে মনের মানুষকে হারায়, যার জন্যে পরবর্তী সময়ে তার আক্ষেপ এবং হাহাকার করতে হয়েছে। পরনির্ভরতা ও ব্যক্তিত্বরহিত আচরণের জন্যেই তাকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে।

উদ্দীপকের কথক সুরবালাকে একান্ত আপনজন হিসেবে পেতে পারত। কিন্তু যে কারণেই হোক, সুরবালাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া হয়নি তার। প্রায় একই পরিণতি ঘটেছে 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমের জীবনেও। সে দুর্বলচিত্তের মানুষ হওয়ায় মামার যৌতুকলোভী মানসিকতা ও শীন কর্মকাণ্ডেও নিষ্ক্রিয় থেকেছে। তাই কল্যাণীর বাবা শঙ্কুনাথ সেন অনুপমের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে চিরদিনের জন্যে কল্যাণীকে হারাতে হয় তাকে। একপর্যায়ে অনুপম আত্মনির্ভরতা অর্জন করলেও কল্যাণী আর বিয়েতে সম্মত হয় না।

অনুপম তার বাগদত্তাকে হারালেও সেই ছিল তার কল্ললোকের মানসী। বিয়ের সম্ভাবনা নাকচ হলেও সে তাকে ভুলতে পারেনি। দৈবক্রমে এই অপরীচিত মানসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটার পর তাকে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয় অনুপম। উদ্দীপকে ঘটনাপ্রবাহের সামান্যই প্রকাশিত হয়েছে। কথকের সুরবালাকে না পাওয়ার বেদনার কথা এখানে বলা হয়েছে। কথকের একটিমাত্র সংলাপে যে আভাস পাওয়া যায়, সেখানেও প্রেমিকহৃদয়ের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই কাক্ষিত মানসীকে না পাওয়ার হাহাকার উদ্দীপকের কথক ও 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে।

প্রশ্ন ২৮ সাধারণ পরিবারের মেয়ে সরলার রূপে-গুণে আর শিক্ষা-দীক্ষায় মুগ্ধ হয়ে একই গ্রামের ধনী পরিবারের শিক্ষিত সন্তান মিলন যৌতুক ছাড়াই তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সরলার বাবা রবিন বাবু ধনী পরিবারের মেয়ের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় বিয়ে দিতে দ্বিধা প্রকাশ করেন। বিষয়টি মিলনের বাবা জানতে পেরে তিনি নিজেই রবিন বাবুর কাছে গিয়ে বলেন যে ছেলের মতই তার মত। তিনি বলেন, 'আমরা সবকিছু জেনেশুনেই সরলাকে আমাদের বাড়ির বউ করতে চাই। সেখানে তার অমর্যাদা হবে না।' ছেলের বাবার এমন আশ্বাসে রবিন বাবুর আর কিছুই বলার থাকে না।

(উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১/)

- ক. 'উমেদারি' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরীচিতা' গল্পের কাহিনির বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের রবিন বাবু আর 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমের মামা দুজন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব"— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'উমেদারি' শব্দের অর্থ হলো প্রার্থনা।

খ আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা অনুপমের মামার যৌতুকের প্রতি লোভ প্রকাশ পেয়েছে।

অনুপমের মামা একজন লোভী মানসিকতার অধিকারী মানুষ। তিনি অনুপমের বিয়ের পণ, দেনা-পাওনা সব ঠিক করেন। মেয়ে কেমন এটা তার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, মেয়ের বাপের কী পরিমাণ অর্থ-কড়ি আছে, সেটাই তার কাছে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের সাথে 'অপরীচিতা' গল্পের অনুপমের বিয়েতে যৌতুক নেওয়ার দিকটি বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরীচিতা' গল্পে কল্যাণীর অনুপমের সাথে বিয়ের সকল বন্দোবস্ত ও আয়োজন সমাপ্ত হওয়ার পরও যৌতুকের কারণে তা অসম্পন্নই থেকে যায়। কিন্তু উদ্দীপকে যৌতুক ছাড়াই সরলার বিয়ে সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সরলার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে ধনী পরিবারের শিক্ষিত সন্তান মিলন তাকে যৌতুক ছাড়াই বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সরলার বাবা রবিন বাবু ধনী পরিবারে মেয়ের মর্যাদাহানির আশঙ্কায় বিয়ে দিতে দ্বিধা প্রকাশ করেন। মিলনের বাবা তাকে আশ্বাস দেন যে তাদের বাড়িতে সরলার কোনো অমর্যাদা হবে না। তখন যৌতুক ছাড়াই সরলার বিয়ে হয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি অনুপমের বিয়েতে তার মামা যৌতুকের অর্থ দাবি করে। কিন্তু কনে কল্যাণীর বাবার যৌতুক না দেওয়ার দৃঢ় মানসিকতার কারণে তাদের বিয়ে অসম্পন্নই থেকে যায়। এদিকটি উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকের রবিন বাবু নির্লোভ ও উদার মানসিকতার অধিকারী হলেও গল্পের অনুপমের মামা যৌতুকলোভী একজন মানুষ হওয়ায় তারা দুজন ভিন্ন ব্যক্তিত্বকে ধারণ করেছে।

যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। যৌতুক দিতে গিয়ে হাজার হাজার কন্যার বাবা সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আবার যৌতুকের দাবি মেটাতে না পারায় অনেক মেয়ের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে।

উদ্দীপকের রবিন বাবু মিলনের পিতা। তিনি একজন নির্লোভ ও উদার মানসিকতার অধিকারী মানুষ। পুত্র মিলনকে তিনি কোনো যৌতুক ছাড়াই দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সরলার সাথে বিয়ে দিতে চান। ধনী পরিবারে মেয়ের অসম্মান করা হবে এই ভয়ে সরলার পিতা বিয়েতে অসম্মতি জানালে তিনি তাকে বোঝান। রবিন বাবু তাকে আশ্বস্ত করেন যে, তাদের বাড়িতে সরলার কোনো অমর্যাদা করা হবে না। অবশেষে সরলার বাবা বিয়েতে মত দেন।

‘অপরিচিতা’ গল্পে অনুপমের মামা এক লোভী চরিত্রের প্রতীক। ভাগিনা অনুপমের বিয়েতে সে কন্যাপক্ষের নিকট যৌতুক দাবি করে। কিন্তু যৌতুক দিতে না পারায় তাদেরকে অপমান করে। অবশেষে নারীর অবমাননা করায় কন্যার পিতা ক্ষুণ্ণনাথ সেন কন্যা সম্প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। অন্যদিকে উদ্দীপকের মিলনের বাবা রবিন বাবু যৌতুক ছাড়াই পুত্রের বিয়ে দেন। শুধু তা-ই নয়, দরিদ্র পরিবারের কন্যা হলেও সরলাকে কোনো অসম্মান করা হবে না সেই প্রতিশ্রুতিও দেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের রবিন বাবু আর ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামা দুজন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব।— উক্তিটি যথার্থ।

প্রঃ ২৯ ঋতু এসএসসি পাস করেই ভালোবেসে বিয়ে করে মিরাজকে। কিন্তু বিয়ের পরপরই মিরাজ যৌতুকের দাবিতে ঋতুকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। ঋতু তারপরও মিরাজের সংসার ত্যাগ করতে পারে না, একমাত্র মেয়ের কথা ভেবে। ঘটনাচক্রে ঋতুর সঙ্গে এক নারীকর্মীর দেখা হলে তিনি ঋতুকে আত্মপ্রত্যয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে ঋতু হাতের কাজ, সেলাই ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে মিরাজের সংসার ত্যাগ করে মেয়েকে নিয়ে আত্মসম্মানের সাথে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়।

[হাবীবিদ্যাহ বাহার কলেজ, ঢাকা। প্রঃ নম্বর-২]

- ক. ‘অপরিচিতা’ গল্পের কথকের নাম কী? ১
- খ. বংশে তো কোনো দোষ নাই?— এখানে কোন বিষয়ের ইঙ্গিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ঋতুর সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীর যে সাদৃশ্য, তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “সবার সচেতনতাই পারে ‘যৌতুকপ্রথা’ নামক ব্যাধি রোধ করতে”— উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘অপরিচিতা’ গল্পের কথকের নাম— অনুপম।

খ. অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ের কথা আলোচনা করতে গেলে কল্যাণীদের বংশ-মর্যাদার কথা জানতে গিয়ে অনুপমের মামা হরিশকে আলোচ্য প্রশ্নটি করেন।

হরিশ অনুপম ও তার মামার কাছে কল্যাণীদের পারিবারিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছিল। কল্যাণীর পরিবারের অবস্থা বর্তমানের চেয়ে পূর্বে আরও বেশি ভালো ছিল। একসময় দেশে বংশ-মর্যাদা রক্ষা করে চলা সহজ নয় বলে তারা পশ্চিমা দেশে বাস করেন। মেয়ের বিয়েতে কল্যাণীর বাবা অধিক পণ দিতে কার্পণ্য করবেন না বলে হরিশ জানায়। তখন কথার একপর্যায়ে অনুপমের মামা আলোচ্য উক্তিটি করেন।

গ. উদ্দীপকের ঋতুর সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীর নানাবিধ সাদৃশ্য রয়েছে।

‘অপরিচিতা’ গল্পে কল্যাণী যৌতুকপ্রথার শিকার। বিয়ের গয়না নিয়ে বরের মামার বাড়িবাড়িতে তার বিয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু সে তাতে ভেঙে পড়েনি। শিক্ষা ও চেতনার সৌন্দর্যে সে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল।

উদ্দীপকের ঋতুর জীবন-সংগ্রামের বেশকিছু ঘটনা গল্পের কল্যাণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋতুও শিক্ষিত ও যৌতুকপ্রথার শিকার। বিবাহিত ঋতু যৌতুকের দাবিতে, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। তবুও তার জীবনপথ থেকে ছিটকে পড়েনি। একজন নারীকর্মীর উৎসাহে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে সে তার স্বামীর সংসার ত্যাগ করা সত্ত্বেও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। ঋতুর জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার মনোভাবটি ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীকে মনে করিয়ে দেয়।

ঘ. সবার সচেতনতাই পারে ‘যৌতুকপ্রথা’ নামক ব্যাধি রোধ করতে— উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের আলোকে সত্য ও যথার্থ।

যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। যৌতুকের করাল গ্রাসে অনেক নারীর সম্ভাবনাময় জীবন ধ্বংসের পথে নেমে আসে। ‘অপরিচিতা’ গল্পের কল্যাণীর জীবনও যৌতুকপ্রথার শিকার হয়। তবে কল্যাণী ও তার বাবা যৌতুকপ্রথার কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকায় কল্যাণী শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়নি।

উদ্দীপকেও ঋতু যৌতুকপ্রথার শিকার হয়ে জীবনের ক্রান্তিলগ্নে এসে একজন নারী কর্মীর উৎসাহে ঘুরে দাঁড়াতে সাহস পান। ঋতুও তখন যৌতুকপ্রথাকে গুরুত্ব না দিয়ে জীবনযুদ্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। যৌতুকের দায়ে যে স্বামীর হাতে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল সেই স্বামীকেই সে আত্মসচেতনতায় বলিষ্ঠ হয়ে ত্যাগ করেছে। তার সচেতনতাই এই ঘৃণ্য ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এ কথা স্পষ্ট যে যৌতুক একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি হিসেবে আমাদের সমাজে বিরাজমান। যৌতুক নিয়ে দর-কমাকষি করে অনেক বিয়ে ভেঙে যায় এবং নানারকম অঘটন ঘটে। সহ্য করতে হয় স্বশ্রুতবাড়িতে মেয়েদের অসহ্য পীড়ন এমনকি মৃত্যু ঘটে। ‘অপরিচিতা’ গল্পে কল্যাণী ও উদ্দীপকের ঋতুর জীবনও যৌতুক প্রথার শিকার হয়ে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু সব শেষে তাদের সচেতনতাই তাদেরকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করে তুলেছে। তাই সবার সচেতনতাই পারে ‘যৌতুকপ্রথা’ নামক ব্যাধি রোধ করতে। উক্তিটি উদ্দীপক ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের আলোকে যথার্থ বলেই বিবেচিত হয়।

প্রঃ ৩০ অগ্নিলার মনটা আজ ভীষণ খারাপ, ফাল্গুন সবার জীবনে বসন্ত নিয়ে আসলেও বিষণ্ণ করে দেয় তাকে। পয়লা ফাল্গুন তার জীবনের বসন্তকে চিরতরে মুছে দিয়েছে কারণ সেদিনই অর্থলোভী রওনকের বাবা তাদের বিয়েটা ভেঙে দেয় যৌতুকের জন্য। তারপর থেকে প্রতিজ্ঞা করেছে অগ্নিলা আর বিয়ে করবে না। গড়ে তুলেছে দুস্থ নারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র ‘স্বপ্ন’। রওনক বিয়ে করে বেশ আছে। মন খারাপ হলেই অগ্নিলা ‘স্বপ্নে’ চলে আসে, দুস্থ রমণীদের পাশে এসে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। প্রঃ নম্বর-১]

- ক. মনুসংহিতা কী? ১
- খ. ঠাট্টা সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই— উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের রওনক এবং ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপম যে কারণে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের অগ্নিলার মধ্যে অপরিচিতা গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কী? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

ক. 'মনুসংহিতা' হলো মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. ব্যক্তিত্বহীনতার দিক থেকে উদ্দীপকের রওনক এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রদ্বয় সাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম এবং কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের আসরে অনুপমের মামা একজন স্যাকরা নিয়ে আসে কল্যাণীর পিতা কর্তৃক প্রদত্ত গয়নাগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এ কাজে অনুপম মামাকে বাধা দেয় না কারণ মামার কাজের ওপর সে কখনো কথা বলতে পারে না। এতে প্রচণ্ড অপমান বোধ করে কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথ সেন বিয়ে ভেঙে দিয়ে বরযাত্রীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে মামাকে এমন ছোটলোকী কাজ থেকে বিরত করতে না পারার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বহীনতার প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকের রওনক ও অগিলার বিয়ে ঠিক হলে রওনকের বাবা যৌতুকের জন্য তাদের বিয়ে ভেঙে দেয়। যৌতুকের কারণে বাবা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার ঘটনায় বোঝা যায় রওনক এ অন্যায় দাবিতে নির্বিকার ছিল। এমনকি পরবর্তীতে সে অন্যত্র বিয়ে করে। ফলে বোঝা যায় যে রওনক একটি ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকেও ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে বিয়ের আসর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তাই বলা যায়, ব্যক্তিত্বহীনতার দিক থেকে উদ্দীপকের রওনক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য আছে।

ঘ. উদ্দীপকের অগিলার মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রে দেশচেতনায় স্বল্প এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যৌতুক নিয়ে মামার বাড়িবাড়ি প্রসঙ্গে নিরবতায় অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতা তাকে আহত করেছে। তাই সে আর বিয়ের পিড়িতে না বসে দেশ সেবায় ব্রতী হয়। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর থেকে সে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত পয়লা ফাল্গুন অগিলার জীবনের বসন্তকে মুছে দিয়েছে। কারণ এই দিনটিতে অর্থলোভী রওনকের বাবা তার আর রওনকের বিয়ে ভেঙে দেয় যৌতুকের জন্য। এতে কষ্ট পেয়ে সে প্রতিজ্ঞা করে যে আর কখনো বিয়ে করবে না। সে 'স্বপ্ন' নামে দুঃস্থ নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলেছে। মন খারাপ হলেই সে স্বপ্নতে চলে আসে। দুঃস্থ নারীদের পাশে দাঁড়াতে পেরে সে জীবনের অর্থ খুঁজে পায়।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আর বিয়ে না করে নারী শিক্ষার প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করে। একইভাবে উদ্দীপকের অগিলা বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আর বিয়ে না করে দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাই যৌক্তিক কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের অগিলার মধ্যে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চারিত্রিক প্রবণতাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩১. সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একটুখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে। আমি বলিলাম, তা থাক না সুরবালা আমার কে। উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত। সে কথা সত্য সুরবালা, আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভাগিনী হইতে পারিত— সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।

ক. 'অভ্র' কী?

১

খ. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'— উক্তিটি কোন প্রসঙ্গে করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকের কথকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. কাক্সিতা সজীকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে।— মন্তব্যটি সম্পর্কে বিশ্লেষণী মতবাদ দাও।

৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অভ্র' এক ধরনের খনিজ ধাতু।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে হলে তারা একে অপরের আপনজন হয়ে উঠত।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের নিজের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। সবকিছুতে মামার ওপর নির্ভর করতে হতো। তার এ রকম মনোভাবের জন্যই কল্যাণীকে হারাতে হয়। শম্ভুনাথ বাবু যদি অনুপমের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার পরিচয় পেতেন তবে হয়তো তিনি কল্যাণীকে অনুপমের হাতে তুলে দিতেন। আর তাহলে এ গল্পেও উভয়ের পরিণতি মিলনাথক হতে পারত।

উদ্দীপকের কথক মনে মনে সুরবালাকে পছন্দ করত। হয়তো বা নিজ সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সুরবালাকে আপন করতে পারেনি। কিন্তু যদি উপযুক্ত সময়ে সুরবালাকে আপন করে নিত তাহলে সুরবালাই তার অতি আপনজনে পরিণত হতো। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. কাক্সিতা সজীকে না পাওয়ার হাহাকারই উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের কথক এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম উভয়েই দুর্ভাগ্যক্রমে মনের মানুষকে হারায়, যার জন্য পরবর্তী সময়ে তাদের আক্ষেপ এবং হাহাকার করতে হয়েছে। উভয়ের জীবন-বাস্তবতা ও মানসিক অবস্থাই তাদের একসূত্রে গেঁথেছে।

উদ্দীপকের কথক সুরবালাকে একান্ত আপনজন হিসেবে পেতে পারত। কিন্তু যে কারণেই হোক, সুরবালাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া হয়নি তার। প্রায় একই পরিণতি ঘটেছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের জীবনেও। সে দুর্বলচিত্তের মানুষ হওয়ায় মামার লোভী মানসিকতা ও হীন কর্মকাণ্ডেও নিষ্ক্রিয় থেকেছে। তাই কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন অনুপমের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে চিরদিনের জন্য কল্যাণীকে হারাতে হয় তাকে। অনেকদিন পর হঠাৎ কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জানতে পারে, কল্যাণী আর কখনো বিয়ে করবে না।

অনুপম কল্যাণীকে হারালেও সেই ছিল তার কল্ললোকের মানসী। তাই অনেক বছর পরেও সে তাকে ভুলতে পারেনি। বরং দৈবক্রমে এই অপরিচিত মানসীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটায় পর তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয় অনুপম। উদ্দীপকে কথকের সুরবালাকে না পাওয়ার বেদনার কথা উদ্দীপকে বলা হয়েছে। কথকের একটিমাত্র সংলাপে যে আভাস পাওয়া যায়, সেখানেও প্রেমিকহৃদয়ের আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে। এভাবেই কাক্সিতা মানসীকে না পাওয়ার হাহাকার উদ্দীপকের কথক ও 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমকে একসূত্রে গেঁথেছে।

ফিরে নিয়েছিল মুখ সামান্য লোভে
চাওনি ফিরে করেছি অনুন্য়
ধরেনিকো হাত, চাওনি চোখে,
আজ আমার আছে খ্যাতি
তাই ফিরিতে চাও কি?

আমার আর হবে না যে ফেরা

কেবলি যায় বেলা। / ক্যান্টনমেন্ট গার্লস স্কুল ও কলেজ,
বিউটীএসএমএস, গার্লস্‌পুর্, দিনাজপুর। প্রশ্ন নম্বর-১/

- ক. শম্ভুনাথ সেনের পেশা কী ছিল? ১
খ. 'কন্যার পিতা মাত্রই স্বীকার করিবেন আমি সৎপাত্র'— কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও। ৩
ঘ. "প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের বিষয়বস্তুর লক্ষ্য একই"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শম্ভুনাথ সেনের পেশা ছিল ভাস্কর।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৯(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।

গ. উদ্দীপক ও গল্পে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কারণে প্রত্যাখ্যানের বিষয়টির সাদৃশ্য রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাথে পাত্র অনুপমের বিয়ে ভেঙে যায়। বিয়ের আসরে গয়না নিয়ে বাণবিতণ্ডার কারণে এমনটি হয়। কল্যাণী এ কারণে লগ্নভ্রষ্টা হয়। অনেকদিন পর ট্রেনে তার সাথে অনুপম ও তার মায়ের দেখা হয়। তখন কল্যাণী জানায়, সে নিজেকে দেশের কাজে নিয়োজিত করেছে। সে আর বিয়ে করবে না।

উদ্দীপকে যদিও কোনো চরিত্রের নাম উল্লেখ করা নেই, তবে পঙ্ক্তিগুলো থেকে বোঝা যায়, কোনো একজন তার ভালোবাসার মানুষকে বর্জন করেছিল সামান্য কারণে। তখন তার শত অনুরোধ ও অনুন্য়কে বর্জন করেছিল সে। এরপর পুনরায় ফিরে আসতে চাইলে তাকে সে ফিরিয়ে দেয়। তার ভাষ্যে, এখন আর ফিরে আসার কোনো কারণ নেই। উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে এই প্রত্যাখ্যানের বিষয়টিই মূর্ত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। এই বিষয়টিতে উদ্দীপকের সাথে গল্পটির সাদৃশ্য বিরাজমান।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকে ব্যক্তির দৃঢ়তার কারণে ভালোবাসার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি মূল লক্ষ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে বিয়ের আসরে গয়না নিয়ে স্বন্দের ফলে বিয়ে ভেঙে যায় ল্যাণী ও অনুপমের। অনুপমের দুর্বল ব্যক্তিত্ব তাকে মামার বিরুদ্ধে যেতে দেয়নি। তবুও সে ভাবে হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই কন্যাদায়গ্ৰস্ত পিতা হিসেবে অনুপমের কাছে কল্যাণীকে ফিরিয়ে দিতে আসবে সে। কিন্তু তা হয় না। বরং যাত্রাপথে একদিন ট্রেনে হঠাৎ তাদের দেখা হলে কল্যাণী জানায়, সে নারীশিক্ষা প্রসারে নিজেকে ব্রত করেছে এবং বিয়ের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই।

উদ্দীপকে নির্দিষ্ট কোনো পাত্র-পাত্রী না থাকলেও চরণগুলো থেকে বোঝা যায়, এখানে একজনের দ্বারা আরেকজনের প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। প্রথম চার চরণ থেকে দেখা যায়, সামান্য লোভের কারণে ভালোবাসার মানুষ একজনকে ছেড়ে চলে যায়। পরের চার চরণে দেখা যায়, যাকে বর্জন করে চলে গিয়েছিল আজ আবার সে তার কাছে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কারণে আরেকজন তার ভালোবাসার মানুষকে ফিরিয়ে দেয় এবং বলে, এখন আর কিছুই সম্ভব না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, গল্প ও উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা ভিন্ন ধারার হলেও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তার কারণে ভালোবাসার মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিই দুই জায়গায় ফুটে উঠেছে। নিজের মাথা উঁচু করে কীভাবে পিছুটান বর্জন করে এগিয়ে যেতে হয়, সেটাই ভিন্ন আঙ্গিকে দুই জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের বিষয়বস্তুর লক্ষ্য একই।

প্রশ্ন ৩৩ লিয়াকত সাহেবের একমাত্র কন্যা লাবন্য'র বিয়ের বয়স হয়েছে। ছেলেপক্ষ মেয়ের রূপে-গুণে মুগ্ধ হলেও মেয়ের বাবার আর্থিক ব্যাপারটাই যত বিপত্তির কারণ। ফলে বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে গেল। এতে লাবন্য'র মাথায় জেদ চেপে বসে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে অবস্থান নেয়। সমাজের অবহেলিত নারীদের নিয়ে সে গড়ে তুলেছে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান— 'আমরাও পারি'। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাম্য নারীদের ভাগ্যাকাশে আশার চাঁদ ওঠে। রাগ মানুষকে ধ্বংস করে কিন্তু জেদ মানুষকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে— এ বক্তব্যেরই প্রকৃত স্বরূপ দেখতে শুরু করল সাধারণ মানুষ।

/প্রেসিডেন্ট একেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-১/

- ক. অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে কার বিরোধ নেই? ১
খ. 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের লাবন্য চরিত্রের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রাগ মানুষকে ধ্বংস করে কিন্তু জেদ মানুষকে ওপরে উঠতে সহায়তা করে'— উক্তিটি 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. অনুপমের ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চাশরের বিরোধ নাই।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।

গ. আত্মমর্যাদাবোধ ও যৌতুকবিরোধী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের লাবন্য চরিত্রের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

আমাদের সমাজে বেশিরভাগ নারীই অশিক্ষিত ও অসচেতন বলে নানা নির্যাতনের শিকার হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ শিক্ষার আলো পেয়ে অনাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে। জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই নারী উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত করে নিজেদের। নারীর এমন সাহসী ভূমিকা ও জনহিতকর কাজের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে।

উদ্দীপকের লাবন্য এক সাহসী নারী চরিত্র। যৌতুকের কারণে তার বিয়ে ভেঙে গেলে সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অবহেলিত নারীদের নিয়ে এক অনন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তার এই প্রতিবাদী রূপই তাকে মর্যাদাশীল করে তোলে। এ রকমই এক আত্মমর্যাদাশীল ও প্রতিবাদী নারী চরিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী। কল্যাণী পাত্রপক্ষের যৌতুকলোভী মানসিকতার বিরোধিতা করে বিয়ের আয়োজন প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজেকে দেশমাতৃকার সেবায় ব্রতী করে নারীশিক্ষায় নিবেদিত হয়। তাই বলতে পারি, পুরুষতান্ত্রিকতা ও যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে নারী উন্নয়নে নিয়োজিত হওয়ার দিক থেকে লাবন্য ও কল্যাণী সমগোত্রীয় চরিত্র।

ঘ. 'রাগ মানুষকে ধ্বংস করে কিন্তু জেদ মানুষকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে'— 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর চরিত্র বিবেচনায় বলা যায়, উক্তিটির সঙ্গে আমি একমত।

রাগ, হিংসা, বিষম সমাজে ধ্বংসলীলা সাধন করে। এতে ব্যক্তি ও সমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের মানুষেরাই রাগকে দমন করে তাকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ রকম মানুষের পক্ষেই কল্যাণমুখী শপথ নেওয়া সম্ভব। এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে।

উদ্দীপকের লাবন্য যৌতুকের নির্মমতার শিকার হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সে এর প্রতিকারের জন্য অবহেলিত নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে তোলে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান নারীদের ভাগ্যকে উন্নতির আলোয় উদ্ভাসিত করে। নারী উন্নয়নে লাবন্য'র এই সাফল্য রাগ নয়, বরং ইতিবাচক জেদের ফলেই সাধিত হয়েছে। ইতিবাচক শপথ বা জেদ মানুষকে উন্নতির শিখরে উঠতে সাহায্য করে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত উদ্দীপকের লাবন্য'র মতো 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মাঝেও প্রতিফলিত হয়। কল্যাণী ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথার বিয়েতে রাজি না হয়ে দেশসেবা তথা নারীশিক্ষা উন্নয়নের কাজে ব্রতী হয় এবং নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে।

উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে দুই নারীর যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে রাগ ও ক্ষোভ শেষ পর্যন্ত তাদের নারী উন্নয়নের কাজে জেদ বা শপথে উন্নীত করে। শুধু রাগ করে ধ্বংসাত্মক কাজে নিবেদিত হলে মানুষের কোনো মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় রাগ বা ক্ষোভকে দমন করে কল্যাণমুখী কাজে নিবেদিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। এ চিরন্তন সত্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত রয়েছে উদ্দীপকের লাবন্য ও 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রে। তাই 'রাগ মানুষকে ধ্বংস করে কিন্তু জেদ মানুষকে ওপরে উঠতে সাহায্য করে'— এমন মন্তব্য 'অপরিচিতা' গল্পের ক্ষেত্রেও যথার্থ বলে মনে করি আমি।

প্রশ্ন-৩৪ বৃত্ত বিয়ে করতে গিয়ে নাকানিচুবানি খেয়ে এসেছে। সবাই বলাবলি করছে যে ছেলের ব্যক্তিত্ব নেই, সে ছেলের তো এমন হবেই। বাবার কথামতো যৌতুক নিয়ে বিয়ে করা শিক্ষিত ছেলে এ সমাজে এখনও আছে ভাবতে কষ্ট হয়। বরং পারমিতাই ভালো সে একবারে বলে দিয়েছে যে সে এ বিয়ে করতে পারবে না। তার বাবাও সে বিষয়ে একমত।

[সরকারি হোমসন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চস্বরের কোনো বিরোধ নেই।'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বৃত্ত ও অপরিচিতার অনুপম চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩
- ঘ. কল্যাণী ও পারমিতাই পারে এ সমাজ থেকে যৌতুক দূর করতে— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যার 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের বৃত্ত অপরিচিতার অনুপম চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম এক বাঙালি যুবক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও সে ব্যক্তিত্বহীন, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তার ভূমিকা যেন মায়ের কোলের শিশুর মতো। তারই বিয়ে উপলক্ষে যৌতুক নিয়ে তারই সম্মুখে একটি নারীর চরম অবমাননা হয়। কল্যাণীর বাবা যৌতুকের অর্থ ও গয়নার দাবি মেনে নেন। কিন্তু বিয়ের দিন গহনা খাটি কিনা তা পরীক্ষার জন্য অনুপমের মামা যখন স্যাকরাকে ডেকে নিয়ে আসেন তখন কল্যাণীর বাবা অপমানিত বোধ করেন এবং অনুপমের সাথে কন্যার বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। যেখানে অনুপম পুরোপুরি নীরব ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের বৃত্ত বিয়ে করতে গিয়ে ফিরে এসেছে। কেননা শিক্ষিত হয়েও সে তার বাবার কথামতো যৌতুক নিয়ে বিয়ে করার মানসিকতা রাখে। কন্যা পারমিতা সাফ জানিয়ে দিয়েছে এ বিয়ে সে করবে না। বাবাও তার কথায় সায়া দেয়। উদ্দীপকের বৃত্ত যেমন শিক্ষিত হওয়ার পরও বাবার যৌতুক দাবিতে নীরব সায়া দিয়েছে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমও হবু স্বশূরপক্ষের অসম্মানেও নীরবতা পালন করেছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, উদ্দীপকের বৃত্ত 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কল্যাণী ও পারমিতাই পারে এ সমাজ থেকে যৌতুক দূর করতে— মন্তব্যটি যথার্থ।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের সকল আয়োজন সম্পন্ন হয়েছিল। কল্যাণীর বাবা দাবি অনুযায়ী যৌতুক দিতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু অনুপমের মামা যখন গহনা খাটি কি না পরীক্ষা করতে উদ্যত হলেন তখন কল্যাণীর বাবা প্রতিবাদ করেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। কল্যাণীও বাবার ব্যক্তিত্ববোধের পক্ষে অবস্থান নেয়। সাংসারিক জীবনের চিন্তা বাদ দিয়ে নারীদের শিক্ষা প্রসারে কাজ শুরু করে কল্যাণী। অনুপম তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করলেও কল্যাণী তার লক্ষ্যে অবিচল থাকে।

উদ্দীপকে বৃত্ত'র সাথে পারমিতার বিয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাবার পরামর্শে যৌতুক দাবি করায় বৃত্ত বিয়ে করতে গিয়ে নাকানিচুবানি খায়। একজন শিক্ষিত ছেলে যৌতুকলোভী হবে কেউ এটা ভাবতে পারে না। পারমিতা তাই সরাসরি বলে দিয়েছে এ বিয়ে সে করবে না। বৃত্ত তাই প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসে।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণী যৌতুকের মুখোমুখি হয়ে অসম্মানজনক পরিস্থিতিতে পড়ে। বাবার প্রতিবাদের সাথে সেও একমত হয়। আর অনুপমের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করে ফিরিয়ে দেয়। অন্যদিকে পারমিতাও যৌতুকলোভী বৃত্ত ও তার পরিবারকে প্রত্যাখ্যান করে। কল্যাণী ও পারমিতাকে তাই যৌতুকবিরোধী মনোভাবের ক্ষেত্রে আদর্শ জ্ঞান করতে পারি। তাই প্রশ্নোত্তর বৃত্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন-৩৫ মাতৃস্নেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতিস্নেহ অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্নেহের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্য, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল-অসহায় পক্ষী শাবকের মতো চিরদিন স্নেহাতিশয্যে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীত, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়। অন্ধ মাতৃস্নেহ সে কথা বোঝে না।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. অনুপমের পিতার পেশা কী ছিল? ১
- খ. 'ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন তা তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন।'— এ কথার মাধ্যমে লেখক কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের তাৎপর্য অনুসারে অন্ধ মাতৃস্নেহের কবলে পড়ে ঘেরূপ চরিত্রধর্ম বিকশিত হওয়ার কথা তার অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রে দেখা যায়।— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের ভাবার্থের মতো সীমাবদ্ধতাই অনুপম চরিত্রের একমাত্র দিক নয়, বৃত্তভাঙার আনন্দও তার আছে"— 'অপরিচিতা' গল্পের আলোকে তোমার মতামতসহ মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অনুপমের পিতার পেশা ছিল ওকালতি।

খ বয়স বা আকার-আকৃতিতে ছোটোকে যারা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ জ্ঞান করেন না, তারাই মহৎ ও বৃহৎ ব্যক্তিত্ব, বস্তুতত্ত্ব, ঘটনা বা কাহিনির মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন— এমন বিষয়টি বোঝাতে লেখক আলোচ্য কথটির অবতারণা করেছেন।

ছোটো মাত্রই ক্ষুদ্র নয়, সামান্য মাত্রই তুচ্ছ নয়। অনুপমের তেইশ থেকে সাতাশ বছর বয়সের পরিধি ক্ষুদ্র, ইতিহাসটুকু ছোটো। কিন্তু এ সময়ের ভেতর তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। যেন পানির বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর গভীরতা। এর রসমাধুর্যটুকু আনন্দন করে নিতে হয়। তাই কোনো ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা বা কাহিনির আকৃতি বা প্রাপ্তির চেয়ে তার গুরুত্বকে যারা বড়ো করে দেখেন, তারাই অনুপমের ছোট জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারবেন। এমন নিগূঢ় বিষয়টি বোঝাতেই লেখক প্রগোস্ত উক্তিটি করেছেন।

গ। সৃজনশীল প্রশ্নের ১১(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ। সৃজনশীল প্রশ্নের ১১(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৩৬ রংপুর রেলস্টেশনের পাশেই টিন ও চাটাই দিয়ে তৈরি কিছু কুঁড়েঘর দাঁড়িয়ে আছে। সবু গলিপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মহিম দেখতে পেল একজন শিক্ষিকা কিছু পথশিশুকে ছড়া ও গান শিখাচ্ছে। মহিম কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে শিক্ষিকার দিকে তাকিয়ে রইল। শিক্ষিকার পড়ানোর ঢং, প্রাণ-চাঞ্চল্য ও হাস্যোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য মহিমকে আকৃষ্ট করল। স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী এ নারীর সঙ্গেই কি বিয়ে হবার কথা ছিল তার। মহিম ভাবে আর তখনি তার মনে পড়ে বিখ্যাত সেই গানের কলি: 'তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মন'।

[রংপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'গাড়িতে জায়গা আছে'— উক্তিটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের ভাবধারা 'অপরিচিতা' গল্পে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের শিক্ষিকা 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের প্রতিচ্ছবি"— তুমি স্বীকার করো কি? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'প্রদোষ' শব্দের অর্থ সন্দ্বিধ্য।

খ. অনুপম মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার সময় ফাস্ট ক্লাসে জায়গা না পেয়ে ভাবনায় পড়ে যায়, তখন সেকেন্ড ক্লাস থেকে কল্যাণী তাদেরকে আহ্বান করে।

কোনো এক ফৌজের বড় জেনারেল সাহেব ভ্রমণে বের হয়েছেন। তাই ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। অনুপম বুঝতে পারে ফাস্ট ক্লাসের আশা ছেড়ে দিতে হবে। তখন সেকেন্ড ক্লাস থেকে কল্যাণী তাদেরকে আহ্বান করে বলে যে সেখানে জায়গা আছে। এখানে মূলত কল্যাণীর সহযোগীতামূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ. উদ্দীপকের ভাবধারা 'অপরিচিতা' গল্পে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সাথে কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়। কল্যাণীকে না দেখেই তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ তৈরি হয় অনুপমের মনে। অনুপমের মামা বিয়ের আসরে স্যাকরা দিয়ে কনের গয়না পরীক্ষা করে দেখেন। এতে অপমানিত হয়ে কল্যাণীর বাবা বিয়ে না দিয়েই বরযাত্রীদের বিদায় করে দেন।

উদ্দীপকের মহিমের বিয়েও ভেঙে যায় অজানা এক কারণে। তবে কনের প্রতি তার তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। হঠাৎ একদিন রংপুর রেলস্টেশনের পাশেই একটি কুঁড়েঘরে মহিম দেখতে পায় একজন শিক্ষিকা কিছু পথশিশুকে ছড়া ও গান শিখাচ্ছে। শিক্ষিকার পড়ানোর ঢং, প্রাণচাঞ্চল্য ও হাস্যোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য তাকে আকৃষ্ট করল। মহিম তার মানসপটে কনের যে ছবি এঁকেছিল এই শিক্ষিকার মাঝে সেটি খুঁজে পায়। সে কল্পনার চোখে

দেখতে পায় স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীর সাথেই হয়তো তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর মেয়েদের উন্নয়নে সমাজসেবামূলক কাজে নিয়োজিত হয়। মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার পথে ট্রেনে কল্যাণীকে দেখে অনুপমের কাছে তাকে স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী বলে মনে হয়। উদ্দীপকের মহিমের ভাবধারা 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের ভাবধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে অনেকাংশেই প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শিক্ষিকাকে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী চরিত্রের যথার্থ প্রতিচ্ছবি বলা যায় না।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী আত্মসম্মানে বলীয়ান এক নারী। তার সঙ্গে ঘটা অন্যায়কে প্রতিহত করার দৃঢ়তা তার রয়েছে। বিয়ের দিনে তার পিতা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর সে দেশসেবায় নিয়োজিত হয়েছে। পুনরায় বিয়ে করে নিজেকে মাতৃ-আজ্ঞা থেকে দূরে সরিয়ে রাখেনি।

উদ্দীপকের মহিমের দেখা শিক্ষিকা পথশিশুদের ছড়া ও গান শেখান। তাকে দেখে মহিমের স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী বলে মনে হয়। আলোচ্য 'অপরিচিতা' গল্পেও আমরা কল্যাণীকে উদার, পরোপকারী, স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসেবে দেখতে পাই। সে তার নিজের ও বাবার সম্মান রাখতে অনুপমকে বিয়ে করেনি। অনুপম দ্বিতীয়বার পাত্রী প্রার্থী হলে কল্যাণীর বাবা তা মেনে নেন কিন্তু নারীশিক্ষা বিকাশে দেশের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কল্যাণী তা প্রত্যাখ্যান করে।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী যেমন স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী, উদ্দীপকের শিক্ষিকাও তেমনি স্বাধীনচেতা। তবে উদ্দীপকে আমরা শিক্ষিকার বিস্তারিত পরিচয় জানতে পারি না। কেবল মহিমের পর্যবেক্ষণ-এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা তাকে স্বাধীনচেতা ও ব্যক্তিত্বময়ী বলতে পারি। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, যা উদ্দীপকের শিক্ষিকার মাঝে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শিক্ষিকা আলোচ্য গল্পের কল্যাণীর আংশিক প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ৩৭ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যখন জানতে পারল হৈমের বাবা একজন শিক্ষক। যার অর্থসম্পদ বলতে তেমন কিছুই নেই। তখন শ্বশুরবাড়িতে হৈমের কদর কমতে থাকল। শুরু হলো তার ওপর মানসিক নির্যাতন। স্বামী অপু নির্বিকার, প্রতিবাদহীন। অপু ভাবে, 'আমি তাকে সব দিতে পারি, কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না। সে আমার নিজের মধ্যে কোথায়?'

[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'অপরিচিতা' গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'তিনি আমার ভাগ্য দেবতার এজেন্ট'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের অপু চরিত্রটি তোমার পঠিত গল্পের কোন চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের হৈমের সাথে কল্যাণী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অপরিচিতা' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

খ. প্রগোস্ত উক্তিটি দ্বারা অনুপমের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাবকে বোঝানো হয়েছে।

অনুপম নিতান্তই একজন ভালো মানুষ। সে তামাক পর্যন্ত খায় না। তার এই সকল গুণের প্রতি মুগ্ধ হয়ে অনেক বড়ো ঘরের কন্যা দায়গ্রস্ত পিতারা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছে। কিন্তু অনুপম তার মামার সিদ্ধান্তের বাইরে চুল পরিমাণ ভাবতেও নারাজ বলে নিজের অবস্থান বোঝাতে আলোচ্য উক্তিটি করে।

৩৮ উদ্দীপকের অপু চরিত্রটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রটির প্রতিনিধিত্ব করে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ব্যক্তিত্বহীন এবং পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায়। নিজের বিয়ের সময়ে সে যে ধরনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই। মামা যৌতুকের দাবি করলেও সে তার বিরোধিতা করেনি। কল্যাণীর প্রতি সকল অপমান সে নীরবে সহ্য করে গেছে। উদ্দীপকের অপু চরিত্রের মধ্যেও এই বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের অপুও অনুপমের মতোই ব্যক্তিত্বহীন এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা মানুষ। নিজের স্ত্রীর ওপর অমানবিক আচরণ দেখেও সে তা সহ্য করতে পারে। হৈমর ওপর নির্যাতন হতে দেখেও সে নির্বিকার হয়ে থাকে। সে এই অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করে না। তার ধারণা, সে হৈমকে সব দিতে পারলেও তাকে অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে পারে না। সে আসলে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী, পরাধীন। অপুও এই সহজ স্বীকারোক্তির বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চরিত্রেও পাওয়া যায়। তাই এ কথা বলা যায়, উদ্দীপকের অপু আলোচ্য গল্পের অনুপমেরই প্রতিনিধি।

৩৯ দৃঢ়চেতা ও সাহসী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের হৈমর সাথে কল্যাণী চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী আত্মসম্মানে বলীয়ান এক নারী। তার সঙ্গে ঘটা অন্যায়কে প্রতিহত করার দৃঢ়তা তার রয়েছে। বিয়ের দিনে তার পিতা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার পর সে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকেছে। তবুও সে অন্যের আজ্ঞাবহ হয়ে অত্যাচার সহ্য করেনি।

উদ্দীপকে হৈমর বিয়ের পর তার স্বশুরবাড়ির লোকজন জানতে পারে তার বাবা একজন গরিব শিক্ষক। তখন থেকে স্বশুরবাড়িতে তার প্রতি অবহেলা শুরু হয়ে যায়। তাকে অযত্ন-অনাদর করার পাশাপাশি তার ওপর মানসিক নির্যাতনও শুরু হয়। তার স্বামী অপু সব দেখে শুনে চুপ থাকলে সেও নীরবে সহ্য করে যায়। কিন্তু গল্পের কল্যাণীর মতো আত্মসম্মানের শক্তি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

উদ্দীপকের অপু পরিবারের মতো গল্পের অনুপমের পরিবার যখন কল্যাণীর ওপর অন্যায় আচরণ চাপিয়ে দিতে চেয়েছে কল্যাণী তা মেনে নেয়নি। হৈম তার মানসিক নিপীড়ন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেনি। কল্যাণীর ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই বোঝা যায় সে একজন প্রতিবাদী নারী। অন্যদিকে, উদ্দীপকে হৈম নিজের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তা শুধু নীরবে সহ্য করে গেছে। এখানেই হৈম ও কল্যাণী চরিত্র দুটির স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়।

৩৮ সম্পা-উর্মিলা দুই বান্ধবী, পেশায় ডাক্তার। উভয়ের বয়স ২৮-এর কাছাকাছি। লেখাপড়ার চাপে বিয়ের কথাই প্রায় ভুলতে বসেছিল। মা-বাবার চাপাচাপি সত্ত্বেও এতদিন রাজি হয়নি। উত্তম নামের মায়ের পছন্দের এক ছেলে, যার সঙ্গে সম্পার বিয়ের কথাবার্তা চলে। কথা বলতে বলতেই সম্পা-উত্তম একে অপরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ওরা সিদ্ধান্ত নেয় বিয়ে করবে। ওদিকে উত্তমের বাবা দাবি করে ১০ লক্ষ টাকা দিতে হবে, নতুবা বিয়ে হবে না। সম্পার বাবার এককথা; একটি টাকাও দিতে পারব না, যৌতুক দিয়ে বা নিয়ে কারও সঙ্গে আত্মীয়তা করব না। কিন্তু সম্পার এককথা বিয়ে যদি করতেই হয়, উত্তমকে করব; নতুবা করব না। ডাক্তারি করে, মানুষের সেবা করেই এ স্বল্পজীবন পার করে দেব।

[কাদিরাম ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলজ, নাটোর। ১৯৪৮-৪৯]

ক. কল্যাণীকে আশীর্বাদ করেছিলেন কে? ১

খ. অনুপম তার মামাকে ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট বলেছে কেন? ২

গ. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সঙ্গে উদ্দীপকের যে চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ— সে চরিত্রের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩

ঘ. কল্যাণীর বাবা সম্পার বাবার মতো হলে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি কেমন হতো?— তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কল্যাণীকে আশীর্বাদ করেছিলেন অনুপমের পিসতুতো ভাই বিনুদাদা।

খ. অনুপমের প্রতি তার মামার অভিভাবকত্বকে বোঝাতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে অনুপমের ভাষায় বলা হয়েছে তিনি আমার ভাগ্যদেবতার এজেন্ট।

অনুপমের বয়স যখন অল্প তখনই অনুপমের বাবা মারা যান, ফলে অনুপমের আসল অভিভাবক হয়ে ওঠে তার মামা। অনুপমের বাবা ওকালতি করে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন অনুপমের মামাই সেসবের দেখাশোনা করতেন। যেহেতু অনুপমদের অর্থনৈতিক দিকটি তার মামার নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই অনুপমের সকল ব্যাপারেই তার মামার অভিভাবকত্ব। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে মামার এই অভিভাবকত্বকে ব্যঙ্গ করে অনুপম মামাকে তার ভাগ্যদেবতার এজেন্ট বলে।

গ. 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র সম্পা, যার সাথে কল্যাণীর সাদৃশ্য থাকলেও কিছু বৈসাদৃশ্যও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের সম্পা লেখাপড়ার চাপে বিয়ের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিল। উত্তম নামের মায়ের পছন্দের একটি ছেলের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় সে উত্তমের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ওদিকে উত্তমের বাবা বিয়েতে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করলে সম্পার বাবা যৌতুক দিয়ে সম্পর্ক তৈরি করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সম্পাও বাবার মতো এককথার মানুষ। সে বলে, বিয়ে করতে হলে একমাত্র উত্তমকেই করবে নতুবা ডাক্তারি করে মানুষের সেবা করেই জীবন পার করবে।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী অনুপমকে না পেয়ে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। উদ্দীপকের সম্পাও কল্যাণীর মতো মানবসেবায় নিয়োজিত হতে চাইলেও উভয়ের জীবনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। শম্ভুনাথ সেনের একমাত্র কন্যা কল্যাণী। সে শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন নারী। বিয়ের আসরে অনুপমের মামা যখন তার বাবার দেওয়া গহনা স্যাকরা দিয়ে পরীক্ষা করায় তখন প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন পিতা শম্ভুনাথ বিয়ে ভেঙে দেন। এরপর অনুপম আবার তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করলে সে রাজি না, এমনকি অন্য কাউকে সে বিয়ে করে না। কল্যাণী নারীদের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে। তাই বলা যায়, 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র সম্পার মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও আছে।

ঘ. কল্যাণীর বাবা সম্পার বাবার মতো হলে 'অপরিচিতা' গল্পের পরিণতি ভিন্নতর হতো বলে আমি মনে করি।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন পেশায় একজন ডাক্তার। তিনি প্রচণ্ড বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই বিয়ের আসরে অনুপমের মামা যখন স্যাকরা দিয়ে কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করে তখন তিনি প্রচণ্ড অপমানবোধ করেন। অপমানবোধের কারণে তিনি বরপক্ষকে খাইয়ে বিদায় করে দেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। এ ঘটনায় অপমানিত ও মর্মাহত হয়ে কল্যাণী আর বিয়ে করে না। সে মানব ও দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে।

উদ্দীপকের সম্পার বয়স ২৮ বছর হলেও লেখাপড়ার চাপে সে বিয়ের কথা ভুলতেই বসেছিল। এরপর উত্তম নামের একটি ছেলের সাথে তার বিয়ের কথা হলে সে ওই ছেলের প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। ওদিকে ছেলের বাবা ১০ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করলে সম্পার বাবা রাজি হয় না। তিনি যৌতুক দিয়ে কারও সাথে আত্মীয়তা করতে চান না।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বাবা কল্যাণীকে বিয়ের সময় অনেক গহনা দেয়। অনুপমের মামা সেই গহনা খাটি কি না তা যাচাই করবার জন্য স্যাকরা নিয়ে আসে। গহনা পরীক্ষা করার বিষয়টিতে শম্ভুনাথ বাবু অপমানবোধ করেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। তিনি যদি উদ্দীপকের সম্পার বাবার মতো যৌতুক দিতে না চাইতেন তাহলে ঘটনা বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পর্যন্ত গড়াত না বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৩৯ বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কিছুতেই হতছাড়া করা যায় না। কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না।... অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিত্য অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল।... রায়বাহাদুর বলিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।' (দেনাপাওনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'গল্পগুচ্ছ' কতটি গল্প সংকলিত হয়েছে? ১
খ. মামার মুখ লাল হয়ে উঠল কেন— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মধ্যকার সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধরো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রায়বাহাদুর এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা একসূত্রে গাঁথা। মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. গল্পগুচ্ছে ৯৫টি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছে।

খ. কন্যার বাবা শম্ভুনাথ সেনের কৌশলী অপমানে বর অনুপমের মামার মুখ লাল হয়ে উঠল।

বিয়ের আসরে কন্যা সম্প্রদানের কাজ স্থগিত রেখে বরের মামা স্যাকরা দিয়ে কন্যার বাবার দেওয়া গহনা যাচাই করার মতো হীন কাজ করেন। স্যাকরা দ্বিধাহীনভাবে জানাল সমস্ত গহনাই খাঁটি। শুধু একজোড়া এয়ারিং খাদপূর্ণ এবং বিলাতি। সেটি আশীর্বাদের সময় বরের মামা কন্যাকে দিয়েছিলেন এবং কন্যার বাবা সেটি বরের মামাকে ফেরত দিলেন। দরিদ্র শম্ভুনাথের এই দান্তিকপূর্ণ আচরণ বরের মামার অহংকারকে চূর্ণ করল, তাই তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

গ. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হলো আমাদের সমাজের যৌতুকপ্রথার করাল গ্রাসে কন্যাপক্ষের বিপন্নতা।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর পিতা তার জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এর অন্যতম কারণ বরপক্ষের দাবি করা পণ। এতে তার কন্যার বিয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছিল, সাথে পণের টাকার পরিমাণ। শেষপর্যন্ত অনুপমের সাথে বিয়ে ঠিক হলেও অনুপমের মামা যৌতুক নিয়ে কল্যাণীর পিতাকে হেনস্তা করেছিল। যদিও কল্যাণীর পিতা সেটির সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন। উদ্দীপকের রামসুন্দরের অবস্থা কল্যাণীর পিতা শম্ভুনাথের অনুরূপ। রামসুন্দরেরও অতটা সামর্থ্য ছিল না, যতটা ছিল বরপক্ষের পণের দাবি। আবার পণের সম্পূর্ণ টাকা জোগাড় হয়নি বলে বরের পিতা রায়বাহাদুর বিয়েই ভেঙে দিতে চাইলেন। যৌতুকের জন্য রায়বাহাদুরের এই যে হীন আচরণ তা আলোচ্য গল্পের অনুপমের মামার কথাই স্মরণ করায়। যৌতুকের জন্য কন্যাপক্ষ যে বিপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল তা আলোচ্য গল্পের মতোই উদ্দীপকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

ঘ. হীন মনমানসিকতা ধারণের সূত্রে উদ্দীপকের রায়বাহাদুর এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা একসূত্রে গাঁথা।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা যৌতুকপ্রথার সমর্থনকারী একজন আত্মঅহংকারী ব্যক্তি। ভালো হলেও তার আর্থিক অবস্থা যৌতুকের লোভ আছে ষোলো আনা। যৌতুকের জন্য তাই বিয়ের আসরে কন্যাপক্ষকে চরম অবমাননার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আবার কন্যাপক্ষের সাথে পেরে না উঠে সামান্যতম লজ্জিত হয় না, বরং কন্যাপক্ষের দুঃসাহস নিয়ে ক্ষেপে ওঠে।

উদ্দীপকের রায়বাহাদুরের কার্যকলাপে আমরা অনুপমের মামাকেই দেখতে পাই। রায়বাহাদুর কন্যার পিতার সামর্থ্যের কথা না ভেবেই প্রচুর পণসামগ্রী দাবি করে বসেন। কন্যার পিতা রামসুন্দর যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ পণ জোগাড় করতে পারেন না। আর তাতে বিয়েই ভেঙে দিতে চান রায়বাহাদুর।

আলোচ্য গল্পের অনুপমের মামা আর উদ্দীপকের রায়বাহাদুর চিত্রাভাবনা, মনমানসিকতা ও কার্যকলাপে পরস্পরের প্রতিরূপ। তারা সমাজের প্রচলিত কুপ্রথার বিশ্বাসী মানুষ। এই কুপ্রথাকে চালু রাখতে দুজনেই বন্ধপরিকর। তাই কন্যাপক্ষ পণ দিতে সমর্থ না হওয়ায় দুজনেই হীন আচরণে দ্বিধা দ্বিত হয় না। যৌতুকপ্রথা নিয়ে কন্যাপক্ষকে চরম অবমাননার সম্মুখীন করার সূত্রে উদ্দীপকের রায়বাহাদুর এবং 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামা একসূত্রে গাঁথা।

প্রশ্ন ৪০ কন্যার পিতা ভবানীমোহন আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরে বলেন, 'শুভ কার্য সম্পন্ন হয়ে যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করে দেব। রায়বাহাদুর বললেন, 'টাকা হাতে না পেলে বর সভাস্থ করা যাবে না।' এই ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়ে গেল। ইতোমধ্যে একটা সুবিধা হলো। বর হঠাৎ তার পিতার অবাধ্য হয়ে উঠল। সে বাপকে বলে বসল, 'কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিয়ে করতে এসেছি, বিয়ে করে যাব।' [ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামা হোসেন কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী কীসে জড়িয়েছে? ১
খ. 'মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল।'— কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের বরের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের বর্ণিত অনুপমের চরিত্রের বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসজ্ঞতির দিকটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রতে জড়িয়েছে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩৯(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৮(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৮(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪১ সুনীল শান্তশিষ্ট এক যুবক। ছোটবেলা থেকে সে বাবা-মায়ের স্নেহের বন্ধনে অতি আদর যত্নের মধ্যে লেখাপড়া করে বড় পদে চাকরি পেয়েছে। সে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে পারে না। বিয়ের ব্যাপারে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সে বাবা-মায়ের ওপর নির্ভর করে। বাবা-মা যেমনটি চায় সে তেমনটি মেনে নিবে বলে সবাইকে জানিয়েছে। তার এই অবস্থা দেখে বন্ধুবান্ধবরা হাসাহাসি করে। কারণ এখনকার ছেলেরা স্বাধীনচেতা। তাদের নিজের জীবনের অনেক সিদ্ধান্ত তারা নিজেরা নিতে পারে। [সিলেট সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. 'অপরিচিতা' গল্পে স্বার্থপর চরিত্র কোনটি? ১
খ. কল্যাণী কেন বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়?—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকটিতে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন দিকটি প্রতিভাত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের সুনীল 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের প্রতিরূপ।" মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে স্বার্থপর চরিত্র অনুপমের মামা।

খ. কল্যাণী 'মাতৃ-আজ্ঞার' কারণে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

কানপুরে অনুপম কল্যাণীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে কল্যাণী তা প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের কারণ তার 'মাতৃ-আজ্ঞা'। বস্তুত 'মাতৃ-আজ্ঞা' আর কিছুই নয়, দেশ মাতৃকার সেবা করা। আর এ সেবার মাধ্যম হিসেবে সে নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায় দেশমাতৃকার সেবা অর্থাৎ নারী শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করার কারণে কল্যাণী বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

গ উদ্দীপকটিতে 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি প্রতিভাত হয়েছে।

'অপরচিতা' গল্পের প্রথম পর্যায়ে আমরা অনুপমকে একজন ব্যক্তিত্বহীন, পরনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে দেখি। যে কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পরও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। শিক্ষিত যুবক হয়েও পরিবারের গণ্ডিতে সে আবদ্ধ। বিয়ের ক্ষেত্রেও তার মতামত গুরুত্ব পায়নি। বিয়ের দিন মামার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সে কোনো কথা বলতে পারেনি। এমনকি বিয়ের আসরে হবু স্ত্রীর গা থেকে গহনা খুলে পরীক্ষা করার মতো ঘৃণ্য বিষয়েও সে কোনো প্রতিবাদ করেনি।

উদ্দীপকের সুনীলের মাঝেও আমরা অনুপমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করি। সেও একজন শিক্ষিত যুবক অথচ নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। নিজের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না। এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রেও সে নিজের কোনো মতামত রাখেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'অপরচিতা' গল্পে বিদ্যমান অনুপমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকটি প্রতিভাত হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের সুনীল 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের প্রতিরূপ"— মন্তব্যটির সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত নই।

'অপরচিতা' গল্পে আমরা অনুপমের জীবনের দুটি স্তর লক্ষ করি। একটি কল্যাণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বের স্তর এবং অন্যটি পরিচিত হবার পরের স্তর। প্রথম স্তরে আমরা অনুপমকে মেরুদণ্ডহীন, ব্যক্তিত্বহীন, পরনির্ভরশীল এক মাকাল ফল হিসেবে দেখি। কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকে তার মধ্যে আমরা বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ করি। যে কিনা, তার মামাকে ত্যাগ করেছে এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিচ্ছে।

উদ্দীপকে আমরা সুনীলের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই তা মূলত গল্পের অনুপমের জীবনের প্রথম স্তরের সঙ্গে মিলে যায়। যেখানে সুনীল একজন ব্যক্তিত্বহীন উচ্চ শিক্ষিত যুবক। যে কিনা নিজের সিদ্ধান্তের জন্যও অন্যের ওপর নির্ভরশীল। আর এ কারণে সে বন্ধুদের মাঝেও ঠাট্টার পাত্র।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের সুনীলের মাঝে 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ১ম স্তরের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনুপমের মাঝে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তার পরিচয় উদ্দীপকের সুনীলের মাঝে পাওয়া যায় না। তাই মন্তব্যটির সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া যায় না।

প্রশ্ন ৪২ তবু বড়ো বয়সের মেয়ের সঙ্গে বারো যে আমার বিবাহ দিলেন তাহার কারণ, মেয়ের বয়স বড় বলিয়াই পণের অঙ্কটাও বড়। শিশির আমার খশুরের একমাত্র মেয়ে। বাবার বিশ্বাস ছিল কন্যার পিতার সমস্ত টাকা ভাবী জামাতার ভবিষ্যতের গর্ভ পূরণ করিয়া তুলিতেছে।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী কিসে জড়িয়েছে? ১
- খ. অনুপমকে পণ্ডিত মশায়েরা বিদূষ করতেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের পিতার সঙ্গে "অপরচিতা" গল্পের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'অপরচিতা' গল্পের বিশেষ একটি দিককে নির্দেশ করে, পুরো বিষয়কে নয়।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিবাহ ভাঙার পর কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছে।

খ অনুপমের সুন্দর চেহারা নিয়ে তাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে পণ্ডিত মশায়েরা বিদূষ করতেন।

'অপরচিতা' গল্পে অনুপমকে মাকাল ফল হিসেবে অভিহিত করতেন পণ্ডিত মশায়েরা। কেননা, তাঁর ছিল সুন্দর চেহারা কিন্তু সেই অনুপাতে তেমন কোনো গুণ ছিলনা। সে কারণে পণ্ডিতমশাইরা ছেলেবেলায় তাকে মাকাল ফলের সাথে তুলনা করে বিদূষ করতেন।

গ অর্থলোলুপ ও যৌতুক প্রত্যাশী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের পিতার সাথে 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের মামার চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন। যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। অনেক চেষ্টার পর শঙ্কুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিন মেয়ের বাড়ি থেকে দেয়া যৌতুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা হীন মানসিকতার পরিচয় দেন।

উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝেও যৌতুকলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স বেশি হলেও যৌতুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলে তিনি এ বিয়েতে মত দেন। উদ্দীপকের বরের বাবার যৌতুকলোভী মানসিকতার এ দিকটি 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁর কাছে আত্মসম্মানের চেয়ে যৌতুকের অর্থের পরিমাণই মূল আলোচ্য বিষয় সেদিক থেকে অনুপমের মামার সাথে উদ্দীপকের পিতার চরিত্রটি তুলনীয়।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরচিতা' গল্পের যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক অসজ্ঞাতির দিকটি ফুটে উঠলেও যৌতুকের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের দিকটি অনুপস্থিত।

আলোচ্য গল্পে অনুপমের মামা চরিত্রের মাধ্যমে যৌতুকের মতো একটি ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অনুপমের মামা কন্যার বাবার দেয়া গয়না যাচাই করার জন্য বিয়েবাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এতে কন্যার বাবা শঙ্কুনাথ অপমানিত বোধ করেন এবং কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। কল্যাণীও বাবার এ মতকে সমর্থন করেন।

উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে বিয়ে প্রসঙ্গে মেয়ের বাবার চেয়ে বরের বাবার আগ্রহ বেশি। কেননা মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায় যৌতুকের টাকার পরিমাণও বেশি। উদ্দীপকে উল্লিখিত বরের বাবার এ স্বার্থলোভী মানসিকতা অনুপমের মামার সঙ্গে মিলে যায়।

'অপরচিতা' গল্পে ও উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে আলোচ্য গল্পে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে বাবা ও মেয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষা দানের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করে। এছাড়া গল্পে প্রতিটি বিষয় নাটকীয় আবহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। তাই বলতে পারি উদ্দীপকটি 'অপরচিতা' গল্পের একটি দিককে নির্দেশ করে, পুরো বিষয়কে নয়।

প্রশ্ন ৪৩ কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখানে তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ ওপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'সওগাদ' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. "আপনাদের গাড়ি বলিয়া দেই"— শঙ্কুনাথ সেনের একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য কোন দিক দিয়ে? মূল্যায়ন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরচিতা' গল্পের খণ্ডাংশের প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র।— যথার্থতা বিচার করো। ৪

ক. 'সওগাদ' শব্দের অর্থ উপঢৌকন।

খ. প্রয়োক্ত উক্তিটিতে কল্যাণীর বিয়ের গয়না পরীক্ষা করানোর পর শম্ভুনাথের প্রতিবাদের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে।

বরপক্ষ মেয়ের গয়না যাচাই করতে চাওয়ায় শম্ভুনাথ সেন খুব অপমানিত বোধ করেন। আর এ ব্যাপারে বর নিশ্চুপ থাকায় তিনি খুব অবাক হয়ে যান। আর মনে মনে ঠিক করে ফেলেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করেন না, তাদের হাতে মেয়ে তুলে দেবেন না। তাই যাওয়া শেষ হলে তিনি বরপক্ষকে বিদায় দেওয়া প্রসঙ্গে উক্তিটি করেন।

গ. যৌতুকলোভী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের মামা যৌতুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা যৌতুক পাওয়া যাবে। অনেক খোঁজার পর শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে মামা অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিনে মেয়ের বাড়ি থেকে দেয়া যৌতুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা স্বীন মানসিকতার পরিচয় দেন। গয়নাগুলো আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিয়েবাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝেও যৌতুকলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স বেশি হলেও যৌতুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলে তিনি এ বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেন। উদ্দীপকের বরের বাবার যৌতুকলোভী মানসিকতার এ দিকটি 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু অনুপমের মামা যেমন গয়না পরীক্ষা করার জন্য সেকরাকে সাথে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে আসেন তেমন বিষয় উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে দেখা যায় না। এছাড়া অনুপমের মামা মেয়ের বাবাকে যেভাবে অপমান করেছেন সে বিষয়টিও উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে অনুপস্থিত। সুতরাং বলতে পারি, যৌতুককে কেন্দ্র করে উভয় ঘটনা আবর্তিত হলেও উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(ঘ) নম্বর উত্তর চমুকৈ।

প্রশ্ন ৪৪. কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বাড়িয়া গিয়াছে বটে। কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেই জন্যই তাড়া।

[নেত্রকোনা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১/]

- ক. অনুপমের বন্ধুর নাম কী? ১
- খ. 'ঠাট্টার সম্পর্কটিকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছে আমার নাই।' কথাটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের কোন বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করেনি।"— মূল্যায়ন করো। ৪

ক. অনুপমের বন্ধুর নাম হরিশ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর চমুকৈ।

গ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুকের মাধ্যমে কন্যা সম্প্রদানের বিষয়টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'অপরিচিতা' গল্পে যৌতুকপ্রথার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কন্যাদায়গ্রন্থ পিতা কন্যার বিয়ের জন্য মোটা অঙ্কের যৌতুক প্রদান করবে এটাই সমাজের নিয়মে পরিণত হয়। যার ফলে কল্যাণীর বিয়ের সময় শম্ভুনাথ বাবু যৌতুকের মাধ্যমে কন্যাকে পাত্রস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে কন্যার বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের বিষয়টি বরের বাবার দৃষ্টিগোচর হলেও এর অন্তরালে ছিল যৌতুকপ্রথা। কন্যার বাবা মোটা অঙ্কের পণ দিতে রাজি আছে। তাই বরের বাবা পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্বকে প্রাধান্য দেন। উদ্দীপকের যৌতুকের মাধ্যমে কন্যার বিয়ে দেওয়ার এই দিকটি 'অপরিচিতা' গল্পে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কল্যাণীর বিয়ের সময় শম্ভুনাথ পণের ব্যবস্থা করেন। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় আটপেঁপে জেঁকে বসা যৌতুকপ্রথাকে শম্ভুনাথ প্রথম পর্যায়ে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। সমাজের বেড়া জালে আবদ্ধ থেকে পণের মাধ্যমে কন্যাকে সম্প্রদান করতে সচেষ্ট হন। তাই যৌতুকের মাধ্যমে কন্যা সম্প্রদানের দিকটি উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্পে একইভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের যৌতুকপ্রথার মতো সামাজিক অসঙ্গতির দিকটি ফুটে উঠলেও গল্পের যৌতুকের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের দিকটি অনুপস্থিত।

গল্পে অনুপমের মামা চরিত্রের মাধ্যমে যৌতুকের মতো ঘৃণ্য সামাজিক প্রথার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। অনুপমের মামা কন্যার বাবার দেওয়া গহনা যাচাই করার জন্য বিয়েবাড়িতে স্যাকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এতে কন্যার বাবা শম্ভুনাথ সেন অপমানিত বোধ করেন এবং কল্যাণীর সঙ্গে অনুপমের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। কল্যাণীও বাবার মতকে সমর্থন করে।

উদ্দীপকে যৌতুকপ্রথার একটি দিক উপস্থাপিত হয়েছে, যেখানে বিয়ে প্রসঙ্গে মেয়ের বাবার চেয়ে বরের বাবার তাড়া বেশি দেখা যায়। কেননা মেয়ের বয়স বেশি হওয়ায় যৌতুকের টাকার পরিমাণও বেশি। উদ্দীপকে উল্লিখিত বরের বাবার এ অর্ধলোভী মানসিকতা গল্পের অনুপমের মামার সঙ্গে মিলে যায়।

'অপরিচিতা' গল্প ও উদ্দীপকে যৌতুকপ্রথার মতো ঘৃণ্য সামাজিক অসঙ্গতির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে গল্পে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে বাবা ও মেয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য ব্রত গ্রহণ করে। এছাড়া গল্পের প্রতিটি বিষয় নাটকীয় আবহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। অতএব বলতে পারি, যৌতুকপ্রথার মতো সামাজিক অসঙ্গতির সঙ্গে মিলের দিক থেকে উদ্দীপকের ঘটনাচিত্র 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে মাত্র— কথাটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪৫. পরেশের বাবা একজন শিক্ষিত ও সমাজ অনুরাগী হিসেবে পরিচিত। মেয়ের বাপের নামে অনেক সম্পদ আছে যার ঘোলাআনা ভাগ একমাত্র মেয়ে অপর্ণাই পাবে। বিয়ের দু'বছর পর যখন জানা গেল সম্পদের কথা শুধুই গুজব, তখন অপর্ণার ওপর স্বশুর মানসিক নির্যাতন হিসেবে বাড়ির বাইরে যাওয়া, এমনকি বাবার বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ করে দিলেন। এমতাবস্থায় অপর্ণা স্বশুরের অন্যায় আবদারের কাছে মাথা নত না করে স্বামীকে নিয়ে সংসার করার জোরালো দাবি জানালো। যৌতুক নেওয়া চরম অন্যায় ও পাপ বলেও সে জানালো। অপর্ণার কথায় ছেলের সম্মতি থাকায় বাবা তার ছেলে ও ছেলের বউকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করলেন।

[সরকারি কেমি কলেজ, কিনাইদহ। প্রশ্ন নম্বর-২/]

- ক. 'একবার আমার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।'— কার উক্তি? ১
খ. 'আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অল্পপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায় এবং তাদের মধ্যকার মিল ও অমিলগুলো লেখো। ৩
ঘ. "উদ্দীপক এবং 'অপরিচিতা' গল্পের বিদ্রোহ একই সূত্রে গ্রথিত" যুক্তিসহকারে প্রমাণ করো। ৪

৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'একবার আমার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখো।'— উক্তিটি অনুপমের।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের অপর্ণা চরিত্রের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মিল ও অমিল উভয়ই পাওয়া যায়।

আলোচ্য গল্পের প্রধান নারী চরিত্র কল্যাণী। আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ়তা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিজীবনে সে নির্মম পুরুষতান্ত্রিক প্রথা তথা যৌতুক প্রথার সম্মুখীন হয়। তবে এর বিরুদ্ধে সে প্রতিরোধও গড়ে তুলেছিল।

উদ্দীপকের অপর্ণার স্বশুর যৌতুকলোভী ও হীন মানসিকতাসম্পন্ন একজন মানুষ। অপর্ণার কাছ থেকে যৌতুকরূপে অটেল সম্পদ পাওয়ার ইচ্ছা পূরণ না হলে তিনি তাকে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন করতে তৎপর হন। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন অপর্ণা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এমন স্বশুর বাড়ি থেকে স্বামী নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চায়। যৌতুক নেওয়াকে অন্যায় বলেও স্বশুরকে জানায় সে। এসব ক্ষেত্রে স্বামীকে নিজের পাশে পেয়েছে অপর্ণা। এদিকে আলোচ্য গল্পের কল্যাণীও যৌতুক বিষয়ে অনুপমের মামার আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছিল। প্রতিবাদ হিসেবে সে অনুপমের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। তবে মামার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সময় হুবহু বর অনুপমকে পাশে পায়নি কল্যাণী। এভাবেই অপর্ণার সাথে কল্যাণীর কিছু মিল ও কিছু অমিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ. উদ্দীপক ও 'অপরিচিতা' গল্প উভয়ক্ষেত্রেই যৌতুকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে যৌতুক প্রথার ঘৃণ্য রূপ ফুটে উঠেছে। একই সাথে ব্যক্ত হয়েছে এর বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের দিকটিও। উদ্দীপকে অপর্ণার স্বশুর যৌতুক হিসেবে প্রত্যাশিত অর্থ না পাওয়ায় অপর্ণার ওপর মানসিক নির্যাতন শুরু করেছিল। কিন্তু দৃঢ়চেতা অপর্ণা যৌতুক নেওয়াকে অন্যায় ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এমনকি এমন হীন স্বশুরবাড়ি ত্যাগ করে সে স্বামীর সহ অন্যত্র বাস করারও চিন্তা করে। এদিকে আলোচ্য গল্পের শম্ভুনাথ সেন ও কল্যাণীও যৌতুকের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। প্রতিবাদ হিসেবে যৌতুকলোভী পরিবারের সাথে বিয়ে ভেঙে দিয়েছিল।

'অপরিচিতা' গল্পে সমাজে গেড়ে বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আর এ প্রতিরোধ এসেছে গল্পের বর্ণিত পিতা শম্ভুনাথ সেন ও কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্র বীক্ষণ ও আচরণের মাধ্যমে। পাত্র অনুপমের মামা বিয়ের অনুষ্ঠানে স্যাকরা নিয়ে এসেছিল কনের পিতার দেওয়া গহনা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য। এহেন আচরণে তার যৌতুকলোভী মনোভাব সুস্পষ্ট হওয়ায় শম্ভুনাথ সেন কন্যার লম্বদ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে বিয়েটা ভেঙে দেয়। এতে সায় জানায় কল্যাণীও। তাদের এই বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান যৌতুক প্রথার গায়ে চপেটাঘাত সমান। এদিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করে অপর্ণাও যৌতুকের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানানোর সাহস দেখিয়েছে তা যৌতুক প্রথার ভিতকে নড়বড় করে দেয়। এভাবে উদ্দীপক এবং 'অপরিচিতা' গল্পের বিদ্রোহ একইসূত্রে গ্রথিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৪৬: বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য কমলার ওপর নানারকম নির্যাতন চালাতে থাকে স্বশুর বাড়িপক্ষ। ওর স্বামী অমল সবকিছু জানার পরও কোনো প্রত্যুত্তর করে না। একপর্যায়ে জীবন বিধিয়ে গেলে স্বামী-সংসার সব ছেড়ে কমলা বাবার বাড়ি চলে যায়। অমল স্বশুরবাড়িতে গিয়ে শত মিনিট করলেও কমলা আর স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসে না।

[খালিকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. বাঙালি মেয়ের গলায় কোন কথা মধুর হয়? ১
খ. শম্ভুনাথ সেন অনুপমের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের অমলের সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. "প্রদত্ত উদ্দীপক 'অপরিচিতা' গল্পের আংশিক ভাবের প্রতিফলন মাত্র।"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা মধুর হয়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এবং মানসিক দৃঢ়তার অভাব 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম এবং উদ্দীপকের অমল চরিত্রকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলে।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম শিক্ষিত কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন এবং পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায়। নিজের বিয়ের সময় সে যে ধরনের ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। সিন্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নেই। মামা যৌতুকের দাবি করলেও সে তার বিরোধিতা করেনি। পরিস্থিতি বিবেচনায় কন্যার পিতা শম্ভুনাথ সেন অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে দিতে অসম্মতি জানান। আর অনুপমকে নীরবে সে অপমান সহ্য করতে হয়।

উদ্দীপকের অমল অনুপমের মতোই ব্যক্তিত্বহীন এবং অপরাগ। কারণ পিতা-মাতার সিন্ধান্তের বাইরে যেতে পারে না সে। যৌতুকের কারণে তার পরিবারের লোকজন তার স্ত্রী কমলাকে নির্যাতন করলেও অমল নিশ্চুপ থাকে। নিজের মতামত প্রকাশে মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। গল্পের অনুপমও সিন্ধান্ত গ্রহণে অপরাগ। তাই মামার যৌতুক সম্পর্কিত অন্যায় সিন্ধান্তের ব্যাপারে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না সে। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের অমল 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সমধর্মী।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম নামক চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীন দিকটি প্রকাশ পেলেও মূল বক্তব্য প্রতিফলিত হয়নি।

আলোচ্য গল্পে যৌতুকপ্রথার চির প্রবহমান চিত্রের প্রতিফলন থাকলেও শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কারণে তা নতুন দিকে প্রবাহিত হয়। আর এতে বিয়ে সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ কল্যাণীর জীবনচেতনাই পাল্টে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ব্যক্তিত্বহীন অনুপমকেও প্রভাবিত করে। কল্যাণীর জীবনবোধের কারণে বাঙালি নারীর সামান্য থেকে সামান্য হয়ে ওঠার দিকটি পাঠককে আন্দোলিত করে। এসবের খুব অল্পই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যৌতুকের জন্য অমলের স্ত্রী কমলাকে তার বাড়ির লোকজন নির্যাতন করলেও অমল নিষ্ক্রিয় থাকে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে সে কিছুই বলে না। অবশেষে কমলা স্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। অমলের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কমলা স্বামীর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে না।

'অপরিচিতা' গল্পে ও উদ্দীপকে যৌতুকপ্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিত্বহীন স্বামী নামক চরিত্রের পরিচয় পাই আমরা। তবে আলোচ্য গল্পে যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে বাবা ও মেয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রসঙ্গ এসেছে। ফলে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী হয়। এছাড়া গল্পের প্রতিটি বিষয় নাটকীয় আবহের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উদ্দীপকে দেখা যায় না। অতএব, বলতে পারি, যৌতুকপ্রথার সঙ্গে মিল থাকলেও উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে 'অপরিচিতা' গল্পের খণ্ডাংশই প্রতিফলিত হয়েছে।

বংলা প্রথম পত্র

অপরচিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী কে? (জ্ঞান)

- ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২২. অনুপমের মতে, কন্যার পিতামাত্রই কোনটি স্বীকার করবেন? (জ্ঞান)

- ক) অনুপম বৃচিবান
খ) অনুপম সৎপাত্র
গ) অনুপম বৃপবান
ঘ) অনুপম ব্যক্তিসম্পন্ন

২৩. 'মেয়ে যদি বল, তবে'— উক্তিটি কার? (জ্ঞান)

- ক) অনুপমের
খ) হরিশের
গ) শমুনাথের
ঘ) মামার

২৪. 'অপরচিতা' গল্পে রসবোধসম্পন্ন চরিত্র কোনটি? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক) হরিশ
খ) বিনুদা
গ) কল্যাণী
ঘ) শমুনাথ

২৫. মন্দ নয় হে, খাঁটি সোনা বটে। — উক্তিটি কার? (জ্ঞান)

- ক) বিনুদার
খ) হরিশের
গ) মামার
ঘ) ঘটকের

২৬. 'তিনি বড়ই চুপচাপ'— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (জ্ঞান)

- ক) মামা
খ) হরিশ
গ) শমুনাথ সেন
ঘ) মা

২৭. 'অপরচিতা' গল্পে 'আমার জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)

- ক) সংসার অনভিজ্ঞ
খ) কমবয়সী হিসেবে
গ) বিয়ের অনুপযুক্ত
ঘ) মামার ওপর নির্ভরশীল

২৮. 'শিমুলের বাবা তার ছেলের বউকে পদানত করে রাখার বাসনায় ধনী পরিবারের কন্যা চান না।'— 'অপরচিতা' গল্পে শিমুলের বাবার সাথে তুলনীয় চরিত্র কোনটি? (প্রয়োগ)

- ক) হরিশ
খ) শমুনাথ
গ) অনুপম
ঘ) মামা

২৯. কল্যাণীর বাবা বিয়ের কত দিন আগে অনুপমকে আশীর্বাদ করে যান? (জ্ঞান)

- ক) তিন দিন
খ) পাঁচ দিন
গ) সাত দিন
ঘ) নয় দিন

৩০. 'অপরচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গয়না মাপার মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে? (অনুধাবন) [দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়] কলেজ, ঢাকা]

- ক) চতুরতা
খ) সচেতনতা
গ) হীনম্রাণ্যতা
ঘ) দায়িত্বপরায়ণতা

৩১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'অপরচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার মূল কারণ কী? (অনুধাবন) [খিনাইন সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ]

- ক) কন্যার পিতা গরিব বলে
খ) যৌতুক দিতে না পারায়
গ) মামার হীন ব্যবহার
ঘ) শমুনাথ বাবুর অনিচ্ছায়

৩২. স্টেশনে কী ফেলে রেখে অনুপম ট্রেনে উঠে পড়ল? (জ্ঞান) [মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়; বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

- ক) বই
খ) ব্যাগ
গ) ক্যামেরা
ঘ) চশমা

৩৩. 'বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর অনুপম মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে।'— অনুপমার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

- ক) আহ্লাদির
খ) কল্যাণীর
গ) জমিরনের
ঘ) মাদাম লোইসেলের

৩৪. মাটির খেলের দু'পাশে চামড়া লাগানো বাদ্যযন্ত্র নিচের কোনটি? (জ্ঞান)

- ক) খঞ্জনী
খ) মৃদঙ্গ
গ) তবলা
ঘ) একতারা

৩৫. 'অপরচিতা' গল্পটি কোন পুরুষের জবানিতে লেখা? [রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী]

- ক) উত্তম
খ) নাম
গ) মধ্যম
ঘ) উত্তম ও মধ্যম

৩৬. গল্পকথকের সাতাশ বছরের জীবনটা বড় নয় — (অনুধাবন) [ক্যাট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, পার্বতীপুর, দিনাজপুর; নড়াইল সরকারি ডিষ্টোরিয়া কলেজ]

- i. দৈর্ঘ্যের হিসেবে ii. গুণের হিসেবে
iii. তাৎপর্যের হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩৭. 'খাকিবার মধ্যে ভিতরে আছেন মা এবং বাইরে আছেন মামা।'— অনুপমের এ উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার — (অনুধাবন)

- i. অক্ষমতা ii. নির্ভরতা
iii. ব্যক্তিত্বহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩৮. 'চন্দনার স্বামীকে আশীর্বাদ করতে ওর বড় কাকা রঘুদাস শ্রীনগরে গিয়েছিল।'— 'অপরচিতা' গল্পে রঘুদাসের অনুরূপ চরিত্র হলো — (প্রয়োগ)

- i. বিনুদাদা ii. হরিশ
iii. অনুপমের পিসতুতো ভাই
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii